প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৭ ◆ ২৫ ফেব্রুয়ারি - ২ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ প্রার্থনা বর্ষ

৩৮তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

আশায় আনন্দিত হও

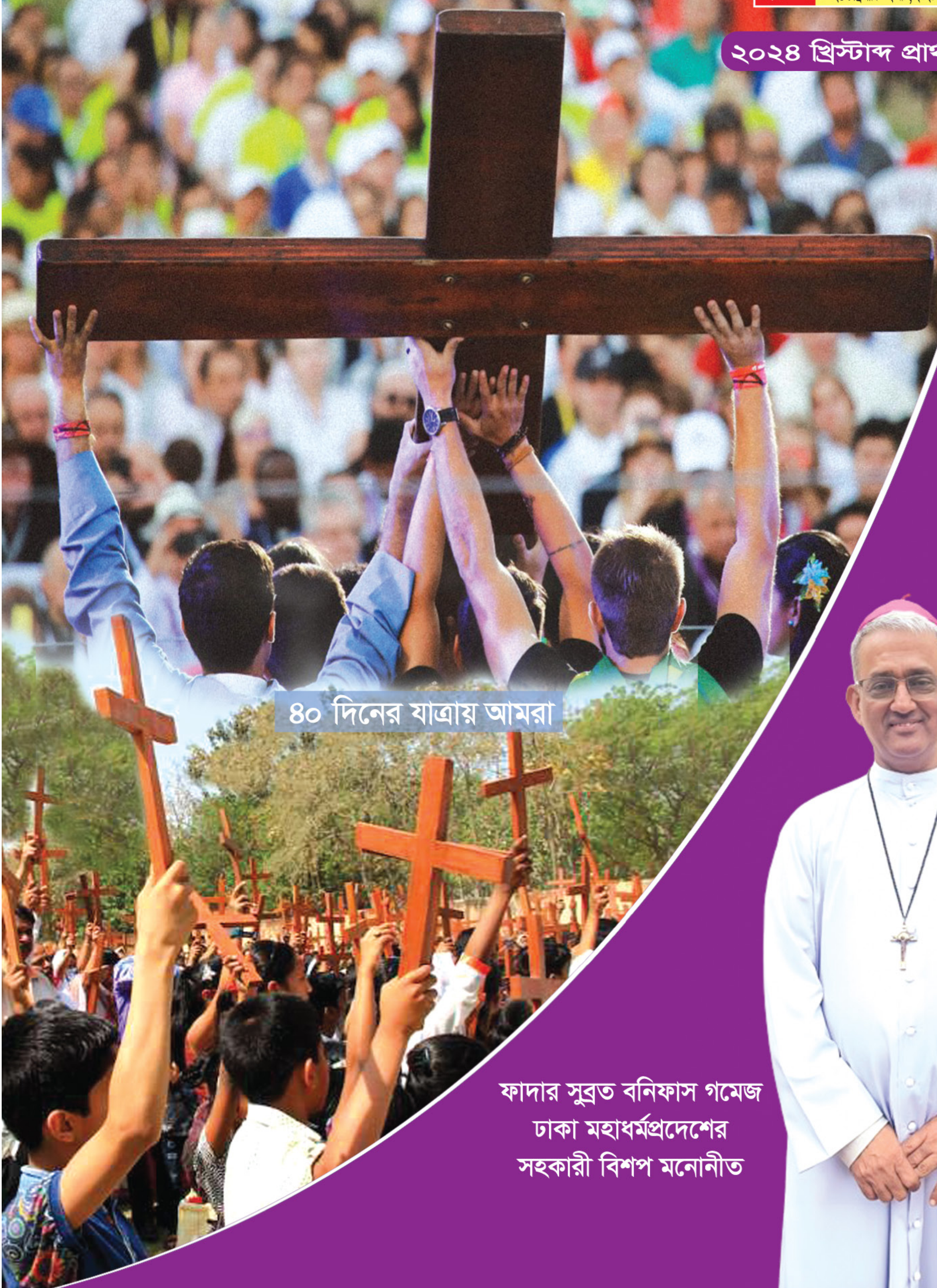

৪০ দিনের যাত্রায় আমরা

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের
সহকারী বিশপ মনোনীত

স্মরণ-এ আজীবন

ডাঃ মালতী রোজারিও

যশোর ফাতিমা হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত গাইনি ডাক্তার (১৯৮৫ - ২০২০ পর্যন্ত)। জন্ম: ২৫ মার্চ ১৯৪৯, মৃত্যু: ২১ জানুয়ারি ২০২৪। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ভাইস্তা-ভাস্তি, নাতি-নাতনি ও পরিবার

বিজ্ঞ/৪০/২০২৪

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা দিতে না প্রাণে ব্যথা
মরণের পরে হলে বেদনার স্মৃতিগাঁথা"

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার কথা, হাসিমাখা মুখ, সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সব কিছু আমরা এখনও অনুভব করি। তোমার জীবনশিক্ষাই আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন মাঝে।

বিশ্বাস করি, স্বর্গীয় পিতার পাশে তুমি আছ। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বরনির্ভরশীলতা ও তোমার জীবনাদর্শে অতিবাহিত করতে পারি আমাদের অনাগত দিনগুলি।

স্ত্রী : সরোজনী দেশাই
মেয়ে ও মেয়ের স্বামী : মুক্তি-সুনির্মল এবং যুঁথি-পলাশ
ছেলে ও ছেলে বৌ : হেমন্ত দেশাই ও দিবা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : থিও আন্তনী, আরোস, অপরাজিতা, অর্ঘ্য এবং আবির-অদিতি

প্রয়াত হরলাল সিপ্রিয়ান দেশাই
জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়ইহাজী, শুলপুর।

বিজ্ঞ/৪২/২০২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি - ২ মার্চ , ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আশাবাদী ও ইতিবাচক মূল্যবোধ গঠন করি

কপালে ভস্ম লেপন করে বেশ কয়েকদিন আগেই তপস্যাকাল শুরু করেছি আমরা। উপবাস, দয়ার কাজ, প্রার্থনা, ছোট ছোট কষ্টস্বীকার করার মাধ্যমে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালের আবহ তৈরি করছি। বাংলাদেশসহ বিশ্বমণ্ডলীর সকল স্থানেই এ সময়কালে জাঁকজমকতাপূর্ণ আনন্দ উৎসব, পানাহার প্রভৃতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সঙ্গতকারণেই যেকোন খ্রিস্টান স্কুল, প্রতিষ্ঠান এমনকি পরিবারসমূহও কোন পিকনিক, শিক্ষাসফরের নামে আনন্দ ভ্রমণ, মিলন আনন্দমেলা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন। তপস্যাকালে যিশুর দুঃখ-যন্ত্রণার সাথে একাত্ম হবার সুযোগ থাকে বলে এ সময়ে হৈ-হুল্লুরের আনন্দ উৎসব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। তবে একসাথে সম্মিলিতভাবে আমরা প্রভু যিশুর জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণে এনে ক্রুশের পথ, পুনর্মিলন অনুষ্ঠান, যিশুর লীলা, কষ্টের গান, খ্রিস্টযাগ করতেই পারি। এছাড়াও তপস্যাকালের সময়কালে কোন ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপিত হলেও তাতে আনন্দ-হুল্লুলের ভাবটা কমিয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দ ভাবটা আনতে পারলে তপস্যাকালের নিরবিচ্ছিন্ন প্রস্তুতিতে কোন ছেদ পড়বে না।

তপস্যাকালের প্রস্তুতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিকূলতা না এনেও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উৎসব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশপীয় যুব কমিশন। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ এই কমিশন তপস্যাকালে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন করছে যুবকদেরকে ক্রুশের ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত করতে। তপস্যাকালে জাতীয় যুব দিবস পালনে কেউ কেউ নেতিবাচকতা প্রকাশ করে বছরের অন্যসময়ে তা পালনের চিন্তা করার আহ্বান রাখেন। তবে জাতীয় যুব দিবসে যে বিষয়গুলো অন্তর্গত যথা- ব্যক্তির আত্ম-মূল্যায়ন, যুব ক্রুশ স্থাপন ও ক্রুশের আরাধনা, পাপস্বীকার ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ, জীবন সহভাগিতা, খ্রিস্টযাগ, প্রার্থনা এবং পরিশীলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি তপস্যাকালের আবহে নষ্ট করতে পারে না। অধিকন্তু যুবাদের ক্রুশের ভালোবাসায় প্লাবিত করতে ও নিজ জীবনের ক্রুশ আবিষ্কার করে তা বয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে জাতীয় যুব দিবস এ সময়ে পালন করাই শ্রেয়। তবে জাতীয় যুব দিবসে যুবকেরা অবশ্যই নির্মল আনন্দ করবে তবে তা তপস্যাকালের আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম না করে। এ ব্যাপারে আয়োজক ও কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সচেতন আছেন ও থাকবেন।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দলগত ও গোষ্ঠীগত মারামারি-দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ফলশ্রুতিতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে অভিবাসী হওয়া, অভিবাসনের পথে দুর্ঘটনায় অনেকের নিহত হওয়া, আশ্রয় প্রত্যাশী অভিবাসীদের অনিশ্চিত ও নিষ্পেষিত জীবন, জলবায়ুর বৈরিতা ও মানুষের শত্রুতার কারণে লক্ষ-কোটি মানুষের চরম গরীব হয়ে যাওয়া প্রভৃতি নেতিবাচক ইস্যুগুলো সামনে এসে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও নেতিবাচক করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় ৩৮তম যুবদিবসের বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস 'আশায় আনন্দিত হও' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করেছেন। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরীতে অনুষ্ঠিতব্য জুবিলীতে "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী" হিসেবে যুবারা নিমন্ত্রিত। পোপ মহোদয় বলেন, যুবক-যুবতী হিসেবে তোমরাই প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর আনন্দপূর্ণ আশা ও মানবতার চলমান পথিক। আমি তোমাদের হাত ধরে আশার পথে একসঙ্গে চলতে চাই। আমি তোমাদের ও মানব পরিবারের সকল ভাইবোনদের সাথে আনন্দ ও আশা, দুঃখ ও বেদনার কথা বলতে চাই। বিবিধ নেতিবাচকতা সত্ত্বেও যুবকেরা আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলবে। পবিত্র আত্মাই আমাদেরকে আশা দান করেন এবং তা প্রজ্জলিত রাখতে কৃপাশিষ দান করেন।

আমাদের মধ্যে আশার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার পর এমন সময় আসতে পারে যখন দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি আর দৈনন্দিন জীবনের চাপ আশার আলো নিভে যাবার ঝুঁকির সম্মুখীণ হয়। তখন আশার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। কেননা প্রার্থনার দ্বারা আশার পরিচর্যা হয়। প্রার্থনা আমাদের আশা সংরক্ষণ ও নবায়ন করে। আর তপস্যাকালে আমরা সকলে প্রার্থনা করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আশার পরিচর্যা করতে পারি। ঈশ্বর সর্বাবস্থায় আমাদের মঙ্গল সাধন করেন এবং আমাদেরকে মঙ্গলকাজে ব্যাপৃত হতে প্রয়োজনীয় কৃপাশিষ দান করেন। তাই আমাদেরও নিজের ও অন্যের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা দরকার।

১৫ ফেব্রুয়ারি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে সহকারী বিশপ মনোনীত করেছেন। মনোনীত সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ✝

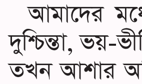

তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল:' ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা শোন।' -মার্ক ৯ :৭

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

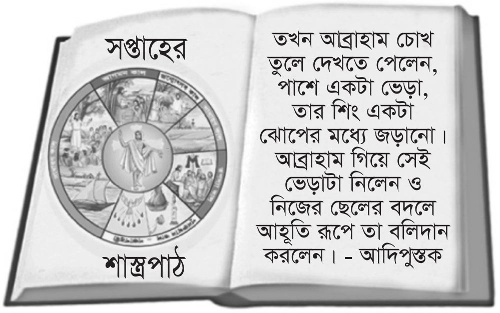

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ - ২৪, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

আদি ২২: ১-২, ৯-১৩, ১৫-১৮, সাম ১১৬: ১০, ১৫, ১৬-১৭, ১৮-১৯, রোমী ৮: ৩১-৩৪, মার্ক ৯: ২-১০

পুণ্য ভূমির জন্য দান সংগ্রহ করা হবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

দানি ৯: ৪খ-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮

২৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

ইসা ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ২৩: ১-১২

২৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

যেরে ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৪-৫, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২৮

২৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

যেরে ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

১ মার্চ, শুক্রবার

আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩ক, ১৭খ-২৮, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

২ মার্চ, শনিবার

মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

+ ১৯২৫ ফাদার এমিল লাফন্ড সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

+ ১৯৩৩ ফাদার জুসেপ্পে লাজ্জারোনি পিমে (দিনাজঃ)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লুইস লেডুক সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পোয়ারিয়ে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. উইনিফ্রেড আরএনডিএম
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী শান্তি এসএমআরএ

১ মার্চ, শুক্রবার

+ ১৯৯১ সিস্টার এম. কর্ণেলিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, শনিবার

+ ১৯৮৫ সিস্টার বার্ণার্ড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমআরএ (ঢাকা)

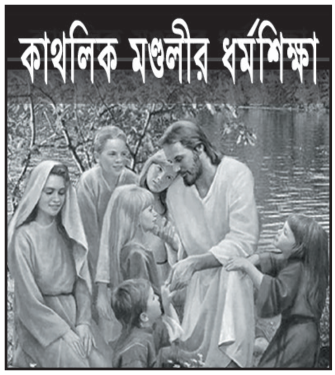

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

১৬৭৬: লোক-ভক্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য ও তার পুষ্টিসাধনের জন্য, প্রয়োজনবোধ এই ধর্মীয় অনুভূতিক, যা লোক-ভক্তির গভীরে স্থিত, তা পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করার জন্য পালকীয় আবশ্যকতা রয়েছে, যাতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা খ্রীষ্ট-রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আরও সামনে অগ্রসর হতে পারে। লোক-ভক্তির অনুশীলন বিশপদের তত্ত্বাবধান ও বিচারবোধ এবং মণ্ডলীর সাধারণ নীতিমালার অধীন হয়ে থাকবে।

জনগণের ভক্তির মূলে রয়েছে মূল্যবোধর ভাণ্ডার, যা দান করে জীবনের বড় বড় প্রশ্নে খ্রীষ্টীয় প্রজ্ঞা প্রাণবন্ত সমন্বয় সৃষ্টি করার কাজে সমর্থ... । এই প্রজ্ঞা সৃজনশীলতার সঙ্গে, ঐশ্বরিক ও মানবিক, খ্রীষ্ট ও মারীয়া, আত্মা ও দেহ,মিলন ও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সমাজ, ধর্মবিশ্বাস ও স্বদেশভূমি,বুদ্ধি ও আবেগ, প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই প্রজ্ঞা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় মানবতাবাদ, যা মূলত: ঈশ্বর-সন্তানরূপে প্রতি ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করে, ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে ও শ্রমকে জানতে জনগণকে শিক্ষা দেয়,আনন্দ ও হাসি দান করে – এমনকি জীবনের খুব কঠিন মুহূর্তে। জনগণের জন্য এই প্রজ্ঞা হচ্ছে অবধারণ- নীতি এবং মঙ্গলসমাচারসম্মত প্রবৃত্তি, যার মাধ্যমে তারা স্বত:স্ফূর্তভাবে অনুভব করে: কখন মণ্ডলীতে সুসমাচারের সেবা হয়, এবং কখন সেখানে তা অন্ত:সারশূন্যতা এবং স্বার্থচিন্তা দ্বারা ব্যাহত হয়।

সারসংক্ষেপ

১৬৭৭: উপ- সংস্কারগুলো হচ্ছে মণ্ডলী কর্তৃক স্থাপিত কতগুলো পবিত্র চিহ্ন। এগুলো মানুষকে সংস্কারসমূহের ফল গ্রহণ করতে এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে পবিত্র করতে প্রস্তুত করে।

১৬৭৮: উপ- সংস্কারগুলোর মধ্যে আশীর্বাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এগুলোর মধ্যে নিহিত আছে ঈশ্বরের কাজ ও দানের জন্য তাঁর বন্দনা এবং মানুষের জন্য মণ্ডলীর আবদান, যেন মানুষ সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে ঈশ্বরের দান ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।

১৬৭৯: উপাসনা- অনুষ্ঠান ছাড়াও খ্রীষ্টীয় জীবন বিভিন্ন লোক-ভক্তি দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, যা বিভিন্ন কৃষ্টিতে প্রোথিক। ধর্মবিশ্বাসের আলোকে সতর্কতার সঙ্গে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যাসাপেক্ষে লোক-ভক্তির বিভিন্ন প্রকার প্রকাশকে মণ্ডলী যত্নের সঙ্গে পালন করে,যা মঙ্গলসমাচারসম্মত অনুভূতি ও মানবীয় প্রজ্ঞ প্রকাশ করে এবং খ্রীষ্টীয় জীবনকে সমৃদ্ধি দান করে।

খ্রীষ্টীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

১৬৮০: সকল সংস্কার, প্রধানত ঃ খ্রীষ্টীয় প্রবেশ- সংস্কারসমূহের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর- সন্তানের নিস্তার, যা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাকে ঐশরাজ্যের জীবনের দিকে চালিত করে। তখন সে যা বিশ্বাস ও আশা করেছে তা পূর্ণ হবেঃ "মৃতদের পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় এবং শাশ্বত আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস করি"।

{ক} খ্রীষ্টানের অন্তিম নিস্তার

১৬৮১: খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান, অর্থাৎ নিস্তার রহস্যের আলোতে মৃত্যর খ্রীষ্টীয় অর্থ প্রকাশিত হয়েছে, আর সেই খ্রীষ্টেতেই নিহিত আছে আমাদের একমাত্র আশা। খ্রীষ্টভক্ত যে খ্রীষ্টযীশুতে মৃত্যুবরণ করে সে "দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করে।"

১৬৮২: খ্রীষ্টভক্তের জন্য, মৃত্যুর দিনে, তার সংস্কারীয় জীবনের সমাপ্তিতে, শুরু হয় দীক্ষাস্নানের দ্বারা আরদ্ধ নবজন্মের পূর্ণতা, "পুত্রের প্রতিমূর্তির" সুনিশ্চিত "স্বরূপত", যা প্রদত্ত হয়েছে পবিত্র আত্মার অভিলেপনের দ্বারা এবং ঐশরাজ্যের ভোজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যার পূর্ব- আস্বাদন সে পেয়েছে খ্রীষ্টপ্রসাদে – যদিও তার সর্বশেষ পরিশুদ্ধি এখনও প্রয়োজনে হতে পারে বিবাহ পোশাক পরিহিত হবার জন্যে।

ফাদার ওয়াল্টার রোজারিও

প্রায়শ্চিত্তকালের ২য় রবিবার

১ম পাঠ: আদিপুস্তক ২২: ১-২, ৯-১৩, ১৫-১৮
২য় পাঠ: রোমীয় ৮: ৩১খ-৩৪
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ৯: ২-১০
প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

আজ আমরা রয়েছি মাণ্ডলিক খ পূজন বর্ষে প্রায়শ্চিত্তকালের ২য় রবিবারে। আজকের পাঠগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানব জাতির প্রতি যিশুর ভালোবাসার কথা, ঈশ্বরের সাথে মিলনের উদ্দেশে আমাদের জীবনের অনুতাপ, ক্ষমা, ত্যাগস্বীকার ও পবিত্রতার কথা। আজকের পাঠগুলো আমাদের আহ্বান করে ঝিমানো ও ঘুমিয়ে থাকা আধ্যাত্মিক জীবনকে একটি গতিশীল আধ্যাত্মিক জীবনে রূপান্তর করতে। আর এই জন্য আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের দয়া ও পবিত্র আত্মার সহায়তার উপর নির্ভর করে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের মাধ্যমে জীবনকে নবায়িত করা।

আজকের খ্রিস্টযাগের তিনটি পাঠ তিনটি পর্বতে তিনটি রূপান্তরের কথা বলে। ১ম পাঠ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে কিভাবে আব্রাহামের বাধ্যতা ও বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি একটি অন্ধ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় যখন ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্র ইসাহাককে সেই মরিয়া দেশের পর্বতে তাঁরই নামে উৎসর্গ করতে বলেন এবং আব্রাহাম তা করতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তার সন্তানকে রক্ষা করেছিলেন। আব্রাহাম সেদিন বিশ্বাস ও আস্থার চরম প্রমাণ দিয়েছিলেন। আর ঈশ্বর ও তাকে সকল বিশ্বাসীদের পিতা করে তুলেছিলেন। আজকের সামসঙ্গীত আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, কারো মৃত্যুতে ঈশ্বর কষ্ট পান। ২য় পাঠে রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল আমাদের বলেন যিশু কিভাবে কালভারী পর্বতে ক্রুশীয় মৃত্যু মেনে নিলেন। সকল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করার পরিবর্তে চরম যাতনা সহ্য করতে, অপমান-অপদস্থ হতে ও ক্রুশীয় লজ্জাজনক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অনুমতি দেন। এর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর দেখাতে চান যে মানব জাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা সীমাহীন, অশেষ।

আমরা জানি যে, আব্রাহাম তার বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি সন্তান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন এবং একটি সন্তানও পেয়েছিলেন; তার নাম ইসাহাক। তিনি হৈ প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তার এই সন্তানের মাধ্যমেই তার বংশধরদের সংখ্যা আকাশের তারা আর সমুদ্রের বালুকনার মত বিশাল হবে যা গুণে শেষ করা যাবে না। আশায় বুক বেঁধেছিলেন আব্রাহাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ঈশ্বর তাকে ডেকে বললেন, আব্রাহাম তুমি যাকে অনেক ভালোবাস তোমার সেই সন্তানকে নিয়ে মরিয়া দেশের ঐ পর্বতে যাও সেখানে তোমার পুত্রকে আমার নামে বলি দাও। এই কথা শুনে আব্রাহমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এটা কিভাবে সম্ভব? একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে হবে? তার হৃদয়টা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তবুও ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বলে বলিদানের সামগ্রীসহ ইসাহাককে নিয়ে রওনা দিলেন মরিয়া দেশে। পথিমধ্যে ইসাহাক যখন জিজ্ঞাসা করেন বলিদানের মেষ কোথায়, তখন আব্রাহাম ভরসাভরা উত্তর দেন, ঈশ্বর যুগিয়ে দেবেন। ইসাহাককে বেঁধে যজ্ঞবেদীর উপর শুইয়ে দিয়ে বলি দেওয়ার উদ্দেশে যখন লম্বা খড়গটা উঁচু করলেন তখনই ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, না আব্রাহাম, তোমার পুত্রকে তুমি বলি দিবে না। বিশ্বাসের পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।

আব্রাহামের শিক্ষা: এই ঘটনা থেকে আব্রাহাম যা লিখেছেন তা হল - মানুষের জীবন পবিত্র কারণ তা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। কোন কারণেই কারো জীবন নেওয়া উচিৎ নয়। এমনকি ঈশ্বরের নামে বলিদানের উদ্দেশেও নয়।

জীবনের জন্য শিক্ষা : চারদিকে তাকালে দেখা যায়, দেশে দেশে যুদ্ধের কারণে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। জমি দখল নিয়ে বিরোধ আর মারা-মারি, হতাহত হচ্ছে শত শত জীবন। হিংসা, প্রতিশোধ, ক্রোধ, রাগ- এ সমস্ত কারণেও মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। ভ্রূণ হত্যা করছে কত মায়েরা। শুধু শারীরিক হত্যা নয় মানুষিক আর আত্মিকভাবেও কত মানুষ নিহত হচ্ছে। মন্দ কথা, অশালীন আচরণ, কটু কথা, ভৎর্সনা, অবহেলা, কথার আঘাত, মন্দ পরামর্শ, তিরস্কার- এমন সব আচরণ দিয়েও মানুষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে আহ্বান করে আমরা যেন কাউকে হত্যা না করি বরং রক্ষা করি; কাউকে মন্দ পথে নিয়ে না যাই বরং মন্দতা থেকে ভাল পথে নিয়ে আসি; আমরা যেন কারো ক্ষতি না করি বরং উপকার/সাহায্য করি।

যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনায় দেখি যে যিশু উজ্জ্বল রূপধারণ করলে সেখানে মোশী আর এলিও যিশুর সাথে কথা বলছেন। পিতর পর্বতের উপরেই থাকতে চান; যিশুর আরাধনা করতে চান; ঈশ্বরের সেবা করতে চান। তাই তিনি তিনজনের জন্য তিনটি তাবু বানাতে চান। এই ঘটনায় প্রায়শ্চিত্তকালের একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। তা হল যিশুর সান্নিধ্যে থাকতে চাওয়া। পিতর যিশু, এলিও ও মোশীর সাথে থাকতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন যিশুর সাথে থাকতে পারাটাই সবচেয়ে মূল্যবান। তার আর কিছু চাই না।

জীবনের জন্য শিক্ষা : আমরা কার সাথে থাকতে বেশি ইচ্ছা করি। বর্তমান সমাজে ভালভাবে তাকালে দেখা যায়- বাইবেল নয় বরং মোবাইলের সাথে মানুষ বেশি সময় কাটাতে চায়; প্রতিবেশী (সাপ্তাহিক পত্রিকা) বা ধর্মীয় বই নয় বরং টিভির সামনে বেশি সময় কাটায়; খ্রিস্টযাগ নয় বরং কাথা কম্বলের উষ্ণতায় বেশি সময় কাটায়; বাইবেল, বিশ্বাস বা ধর্মীয় জীবন নয় বরং মানুষের সমালোচনাতেই বেশি সময় কাটায়; মোবাইলে শিক্ষণীয় ও গঠনমূলক ভিডিও দেখার চেয়ে চেটিং আর আনন্দদায়ক ভিডিওতে বেশি সময় কাটায়।

প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে আহ্বান করে আমরা যেন অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যিশুর সান্নিধ্যে আরো বেশি সময় কাটাতে উদ্যোগী হই; ক্ষণস্থায়ী আনন্দ থেকে বেরিয়ে এসে যিশুর ভালোবাসায় প্রবেশ করি।

আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু তাবর পর্বতে স্বর্গীয় মহিমায় তার শিষ্যদের সামনে দেখা দেন যেখানে মোশী ও এলীও তাকে সঙ্গ দেন। এই দিব্যরূপান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, যিশু তার ভাবী যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে স্বর্গীয় পিতার সাথে আলাপ করা। এই ঘটনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল শিষ্যদের মধ্য থেকে এই ধারণা মুছে দেওয়া যে যিশু এই পৃথিবীতে আগমন কোন রাজনৈতিক মুক্তিদাতা হিসাবে নয় বরং মানুষের জীবন ও আত্মার মুক্তিদাতা হিসাবে। এই ঘটনার তৃতীয় উদ্দেশ্য হল যে, যিশুর যাতনাভোগের সময়েও ঈশ্বর তার পিতা হয়েই থাকবেন এবং যিশুও তাঁর পুত্র হয়েই থাকবেন এবং ঈশ্বর তার দুঃসময়ে তাকে ছেড়ে যাবেন না। দিব্যরূপান্তর ঘটনার শেষ উদ্দেশ্য হল যে, যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখে এবং তার বাণীর উপর নির্ভর করে জীবন পথে চলে তারা যিশুর মতই স্বর্গীয় মহিমা লাভ করবে।

জীবন বাণী:

১. সকল সংস্কার আমাদের জীবনে রূপান্তর নিয়ে আসে: দীক্ষাস্নান আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁর স্বর্গীয় উত্তরাধিকারী করে তোলে। অন্যদিকে হস্তার্পণে আমরা যিশুর সাহসী সৈনিক ও স্বাক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠি। পুনর্মিলন আমাদেরকে পাপী থেকে সাধুতে পরিণত করে।

২. খ্রিস্টযাগে দিব্যরূপান্তর আমাদের শক্তির উৎস: খ্রিস্টযাগে মানুষের শ্রমের সাধারণ রুটি ও দ্রাক্ষারস পবিত্র আত্মার শক্তিতে ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর পবিত্র দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। তেমনিভাবে বিশেষভাবে এই প্রায়শ্চিত্তকালে প্রতিটি খ্রিস্টযাগ আমাদের জীবনে শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় শক্তির উৎস হওয়া উচিৎ। খ্রিস্টযাগে যখন আমরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি তখন আমাদের হৃদয়-মন-আত্মার রূপান্তর হওয়া উচিৎ যাতে আমরা নম্রতা ও স্বার্থহীনভাবে অন্যের জন্য আরো ভাল কাজ করতে পারি।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, জীবনে যখন সন্দেহ, অন্ধকার নেমে আসে, আসে হতাশা-নিরাশা, আসে ব্যথা-যাতনা তখন পুনরুত্থানের আশা আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, দূর হবে জীবনের অন্ধকার। আসুন প্রায়শ্চিত্তকালের ত্যাগস্বীকারগুলো আমরা যিশুর নামে উৎসর্গ করি; প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া কাজের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি; প্রতিদিনের ক্রুশ তুলে নিয়ে যিশুর পথে এগিয়ে চলি যাতে যিশুর সাথে আমরাও সেদিন পুনরুত্থিত হতে পারি॥

৩৮তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণী

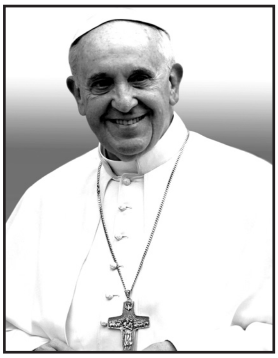

“আশায় আনন্দিত হও”
(রোমীয় ১২:১২)

যুবা প্রীতিভাজনেরা

বিগত আগস্ট মাসে বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষে লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনে তোমাদের সমবয়সী কয়েক লক্ষাধিক যুবক-যুবতীদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। করোনা মহামারির সময়ে এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও আমরা আশা করেছিলাম যে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে যুবক-যুবতীদের নিয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে একত্রিত হতে পারব। আমিসহ অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলের আশা পূর্ণ হয়েছে, যা ছিল আমাদের প্রত্যাশার অতীত। লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনটি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়, নবীকরণের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা এবং আলো ও আনন্দের এক মহান বিস্ফোরণ।

যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর “ঐশপ্রসাদপূর্ণ চত্বরে” আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, পরবর্তী বিশ্ব যুবদিবস ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল শহরে। প্রথমে আমি অবশ্য ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রোমের পুণ্য-নগরীতে যুবাদের জুবিলী উদ্‌যাপন করতে তোমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, যেখানে তোমরা হবে “প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী”। যুবক-যুবতী হিসেবে তোমরাই প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর আনন্দপূর্ণ আশা ও মানবতার চলমান পথিক। আমি তোমাদের হাত ধরে আশার পথে একসঙ্গে চলতে চাই। আমি তোমাদের ও মানব পরিবারের সকল ভাইবোনদের সাথে আনন্দ ও আশা, দুঃখ ও বেদনার কথা বলতে চাই *(cf. Gaudium et Spes, 1)*। এই দুই বছরে জুবিলীর প্রস্তুতিস্বরূপ আমরা প্রথম বছরে ধ্যান করব সাধু পলের উক্তি: “আশায় আনন্দিত হও” *(রোমীয় ১২:১২)* এবং পরবর্তী বছরে আমরা ধ্যান করব প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী: “যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পথ চলায় ক্লান্ত হবে না” *(ইসাইয়া ৪০:৩১)*।

এই আনন্দের উৎস কোথায়?

যখন রোমের খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ নির্যাতিত হচ্ছিল সেই সময়ে “আশায় আনন্দিত হও” –– এটাই ছিল সাধু পলের অনুপ্রেরণার বাণী। খ্রিস্টের পাস্কারহস্য এবং পুনরুত্থানের শক্তির ফল স্বরূপ “আশায় আনন্দ” বাণীটি প্রেরিতদূত পল ঘোষণা করেছিলেন। এই কথা আমাদের মানবিক প্রচেষ্টা, আমাদের পরিকল্পনা বা দক্ষতার ফল নয়; বরং খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত শক্তির ফল। খ্রিস্টীয় আনন্দ স্বয়ং ঈশ্বর থেকে আসে; তিনি যে আমাদের ভালোবাসেন তার উপলব্ধি থেকে আসে।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত যুব দিবসের অভিজ্ঞতার পর পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রশ্ন করেছিলেন: “এই আনন্দের উৎস কোথায়? কীভাবে তার ব্যাখ্যা করা যায়? এখানে অবশ্যই অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। কিন্তু সব চাইতে বড়ো নিশ্চিত ভিত্তি হচ্ছে আমার বিশ্বাস যার ফলে বলতে পারি: ঈশ্বর আমাকে চান, ইতিহাসে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন।” পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর বাণীতে আরও বলেন: “সর্বোপরি এই বোধ থাকা যে, ঈশ্বর আমাকে নিঃশর্ত ভাবে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর যদি আমাকে গ্রহণ করেন এবং এ সম্বন্ধে আমি যদি বিশ্বাস করি, তা হলে আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার জীবনের অস্তিত্ব একটি শুভ বিষয়, কঠিন মুহূর্তেও মানুষ হওয়া একটি কল্যাণকর বিষয়। বিশ্বাস একজনকে আন্তর-গভীরে সুখী করে।” *(Address to the Roman Curia, 22 December 2011)*

আমার আশা কোথায়?

যুব-বয়স হচ্ছে বহু আশা ও স্বপ্নের সময়। ঐশসৃষ্টির প্রভা, বন্ধু-পরিজন ও পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক, চিত্রকলা ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আমাদের পরিচিতি, শান্তি, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রচেষ্টা এবং আরও অনেক সুন্দর বিষয় দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলি। তবে আমরা এমন একটি কালে জীবন-যাপন করছি যখন যুবক-যুবতিসহ বহু মানুষের জীবনে যেন কোনো আশা নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের সমসাময়িক কালে অনেকেই যুদ্ধ, সহিংস সংঘর্ষ, নৃশংসতা, হুমকিসহ নানা ভয়-ভীতি ও কঠিন অবস্থার শিকার হচ্ছে; তারা হতাশাগ্রস্ত, ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারা নিজেদেরকে অন্ধ-কারাগারে বন্দী বলে অনুভব করে যেখানে সত্যের সূর্য প্রবেশ করতে পারে না। এই অবস্থার নাটকীয় চিত্র হচ্ছে যুবাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা। এমতাবস্থায় সাধু পলের প্রচারিত আনন্দ ও আশা কীভাবে পেতে পারি? এখানে বড়ো একটা ঝুঁকি হচ্ছে আমরা সবাই হতাশার শিকার হয়ে যাব এই ভাবনায় যে, ভাল কাজ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ তা কারো কাছে পছন্দও হবে না আর সমর্থনও পাওয়া যাবে না। আমরা প্রবক্তা যোবের সাথে এক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি: “তবে আমার আশা কোথায়? কে আমার আশা দেখতে পারে?” *(যোবঃ ১৭:১৫)*

আমরা যখন মানুষের শোকাত্মক ঘটনা দেখি, বিশেষ করে যখন নির্দোষ মানুষের কষ্টযন্ত্রণা দেখি, তখন আমরা সামগীতিকারের কথা প্রতিধ্বনিত করে প্রভুকে বলতে পারি: “কেন?” একই সময়ে, আমরাও অবশ্য ঈশ্বরের উত্তর আমার নিজের করে নিতে পারি। আমরা যেহেতু ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, সেহেতু আমরাও তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন হতে পারি, যা আমাদের হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় জাগিয়ে তোলে আনন্দ ও আশা। আমি স্মরণ করছি *“লাইফ ইজ বিউটিফুল” বা “জীবন তো সুন্দর”* চলচিত্রটি যেখানে একজন যুব-বয়সী পিতা, অনেক সংবেদনশীলতা ও সৃজনশীলতার সাথে, কঠিন বাস্তবতাকে খুবই একটা দুঃসাহিকতাপূর্ণ এবং ক্রিড়ামোদি বিষয়ে রূপান্তরিত করতে পারে। বন্দী-শিবিরের বীভৎসতা থেকে রক্ষা ক'রে, তার নির্দোষিতা এবং মানুষকে অপকার করার ইচ্ছা থেকে রক্ষা ক'রে, এই বাবা তার ছেলেকে “আশার দৃষ্টিতে”

সবকিছু দেখতে সক্ষম করে তুলছে। এই ধরনের গল্প শুধু কল্প কাহিনী নয়! কত সন্তজনের জীবনে মন্দতার বিভৎস ঘটনা ঘটেছে যারা আশার দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি: সাধু মেক্সিমিলিয়ান মেরী কোলবে, সাধু যোসেফিন বাখিতা, ধন্য যোসেফ ও উইক্তোরিয়া উলমা এবং তাদের সাত সন্তানের নাম।

সাধু ষষ্ঠ পল সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন কিভাবে মানুষের মাঝে আশা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায়: "একজন খ্রিস্টভক্ত বা খ্রিস্টীয় সংগঠনদল, তাদের সমাজের মধ্যে, অকল্পনীয় ও পূর্বে দেখা যায়নি এমন আশা সহজ-সরল ভাবে ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের বিশ্বাসের আলো বিচ্ছুরিত করতে পারে।" (*Evangelii Nuntiandi, 21*)

আশা, সেই "ক্ষুদ্র" গুণটি

ফরাসী লেখক চার্লস পেগী "আশা"কে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন; এই কবিতার শুরুতে তিনি তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলোর বিষয়ে বলেছেন- বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা- এরা তিন বোনের মতো এবং তারা একসঙ্গে পথ চলে:
"আশা ছোট বোন, তার বড় দুই দিদির পাশে থেকে পথে হাঁটে, বলতে গেলে অগোচরে।
তথাপি, সেই ছোট্ট জনই সবকিছুকে কাছে টেনে আনে।
কেননা বিশ্বাস শুধু তাই দেখে যার অস্তিত্ব আছে।
ভালোবাসা তাকেই ভালোবাসে যার অস্তিত্ব আছে।
কিন্তু আশা ভালোবাসে সেই সবকিছু যা ভবিষ্যতে আসবে।
আশাই অন্যদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়;
আশা অন্যদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়;
আর সবাইকে একত্রে পথ চলতে সাহায্য করে"।
(দ্বিতীয় গুণের রহস্যের দ্বারমণ্ডপ)

আমি নিজেও একমত যে, আশা হলো নম্র, ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি আবশ্যকীয়। একটু চিন্তা করো তো – আশা ছাড়া আমরা কি করে বেঁচে থাকতে পারি? আশা ব্যতীত আমাদের দিনগুলো কেমন হবে? আশা হলো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে লবণস্বরূপ।

আশা, অন্ধকারে প্রজ্বলিত আলোস্বরূপ

খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে নিস্তার দিবসত্রয়ের মধ্যে পুণ্য শনিবার হলো আশার দিবস। পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানের মধ্যস্থিত এই দিনটি যেন শিষ্যদের হতাশা এবং পুনরুত্থানের ভোরের আনন্দের মধ্যকার একটি নির্জন স্থান। এই স্থানেই আশা জন্ম নেয়। পুণ্য শনিবারে, মণ্ডলী স্মরণ করে যে, খ্রিস্ট নীরবে পাতালে অবরোহন করেন। আমরা অনেক আইকন চিত্রে এই দৃশ্য দেখতে পাই যে, আলোকসজ্জিত আমাদের প্রভু যিশু গভীরতর অন্ধকারে নেমে যান এবং সেইসব অতিক্রম করে যান। ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের মৃত্যু-অভিজ্ঞতার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, অথবা দূর থেকে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, এমনটা নয়; আমাদের নরক-যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে তিনি আলো হয়ে প্রবেশ করেন, যার ফলে অন্ধকারে আলো উদ্ভাসিত হয় এবং অন্ধকার পরাভূত হয় (*দ্র: যোহন ১:৫*)। দক্ষিণ আফ্রিকার জোসা ভাষার একটি কবিতায় এই বিষয়টা চকৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: "আশা যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও আমি এই কবিতার মধ্যদিয়ে আশা জাগিয়ে তুলব। আমার আশা পুনঃসঞ্জীবিত কেননা আমি প্রভুতে আশা রাখি। আমি আশা করি একদিন আমরা এক হব! আশায় স্থির থাকো কেননা তার শুভফল সন্নিকট"।

যদি আমরা চিন্তা করি, কুমারী মারীয়ার আশাটাও ছিল ঠিক তাই; তিনি যিশুর ক্রুশের নীচে স্থির থেকেছিলেন কেননা তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, "ভাল ফল" শীঘ্রই আসন্ন। মারীয়া একজন আশাবাদী নারী, তিনি আশার জননী। কালভেরীতে, "সকল দুরাশার মাঝে আশা" (*দ্র: রোমীয় ৪:১৮*), তাঁর পুত্রের দ্বারা প্রচারিত পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা থেকে তিনি কখনো সরে যাননি। আমাদের জননী মারীয়া পুণ্য শনিবারের নীরবতাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসা ও আশাপূর্ণ বাসনা দিয়ে, আর তিনি শিষ্যদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, যিশু মৃত্যুকে জয় করবেন আর মন্দতা কোন সময়ই শেষ কথা হয়ে থাকবে না।

খ্রিস্টীয় আশা কোন সহজলভ্য আশাবাদ নয়, বিশ্বাসপ্রবণ কোন ধূয়ো নয়: এটা হলো নিশ্চয়তা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসে প্রোথিত সে, ঈশ্বর আমাদেরকে কখনো ত্যাগ করেন না এবং তিনি তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত থাকেন: "ছায়াচ্ছন্ন গিরিসঙ্কট যদি পেরিয়ে যাই আমি, তবুও কোন অমঙ্গল ভয় করি না, কারণ তুমি যে আমার সঙ্গেই আছ" (*সাম ২৩:৪*)। খ্রিস্টীয় আশা কোন সময় দুঃখ-দুর্দশা ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে না; এটা হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ভালোবাসার উদ্‌যাপন, যিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন, এমনকি তখনও যখন মনে হয় তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছেন। "খ্রিস্ট নিজেই হলেন আমাদের আশার আলো এবং অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, কেননা তিনিই হলেন "উজ্জ্বল প্রভাত তারা" (*খ্রিস্ট জীবিত*, ৩৩)।

আশা প্রতিপালন করা

আমাদের মধ্যে আশার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার পর এমন সময় আসতে পারে যখন দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি আর দৈনন্দিন জীবনের চাপ আশার আলো নিভে যাবার ঝুঁকির সম্মুখীণ হয়। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন যাতে বড়ো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে পারে। ঠিক সেইরূপ পবিত্র আত্মার প্রশান্ত প্রাণবায়ু আমাদের আশা লালন করে আর আমরা নানা ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।

প্রার্থনার দ্বারা আশার পরিচর্যা হয়। প্রার্থনা আমাদের আশা সংরক্ষণ ও নবায়ন করে। প্রার্থনা আশার স্ফুলিঙ্গকে পাখার বাতাসে অগ্নিশিখায় পরিণত করে। "আশার প্রথম শক্তি হলো প্রার্থনা। প্রার্থনা করো আর আশা বৃদ্ধি পেয়ে সামনে অগ্রসর হয়"। (*ধর্মশিক্ষা, ২০ মে ২০২০ খ্রি.*)। প্রার্থনা হলো পাহাড়-চূড়ায় আরোহন করার মতো একটা বিষয়: নিচের জমি থেকে তাকালে সূর্যকে মেঘ-ঢাকা অবস্থায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের উপরে ওঠে যাই, তখন সূর্যের আলো ও উষ্ণতা আমাদেরকে আবৃত করে। আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য সর্বদাই সেখানে ছিল, এমনকি যখন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে অন্ধকার ও ছায়াচ্ছন্ন বলে মনে হয়।

প্রিয় যুব বন্ধুগণ, যখন তোমাদের মনে হয় যে, ভয়, সন্দেহ, দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আর তোমরা আর সূর্য দেখতে পারছ না, তখন তোমরা প্রার্থনার পথ বেছে নাও। কেননা, "যখন কেউই আমার কথা আর শোনে না, ঈশ্বর তখনও আমার কথা শোনেন"

(*ষোড়শ বেনেডিক্ট, স্পে সালভি* ৩২)। আসুন আমরা প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি, বিশেষভাবে যখন আমাদের মনে হয় সমস্যা-সঙ্কটে আমরা ডুবে যাচ্ছি তখন "নীরবে আমার অন্তর থাকে পরমেশ্বরের আশায়, কারণ তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা" (*সামসঙ্গীত* ৬২:৫)।

আশা আমাদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে লালিত হয়। সাধু পলের নির্দেশ – "আশায় আনন্দিত হও" (*রোমীয়* ১২:১২) আমাদের প্রতিনিদনকার জীবনে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান জানায়। আমি তোমাদেরকে এমন একটি জীবন-স্টাইল বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করছি যার ভিত্তিমূল হবে আশা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যদিয়ে নেতিবাচক চিন্তা শেয়ার করা খুবই সহজে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ হলো: প্রতিদিন কমপক্ষে একটি আশার বাণী অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করো। তোমার বন্ধু-বান্ধব এবং তোমার চারপাশের লোকদের কাছে আশার বীজ বপন করো। কেননা "আশা নম্র, এটি এমন একটি গুণ যা প্রতিদিন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। প্রতিদিন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা পবিত্র আত্মার প্রথম ফসল, পবিত্র আত্মা নিজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যদিয়ে কাজ করেন।" (Morning Meditation, 29 October 2019).

আশার মশাল জ্বালাও

কোন কোন সময়, যখন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রে বাইরে যাও, তখন তোমরা তোমাদের স্মার্ট ফোন সঙ্গে নিয়ে যাও এবং সেটাকে লাইট হিসেবে ব্যবহার কর। বড় বড় কনসার্টে তোমরা হাজার হাজার মানুষ সঙ্গীতের তালে তালে এই আধুনিক মোমবাতিগুলো নাড়াতে থাকো; তখন বিরাট একটা মনমুগ্ধকর আলোর প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। রাতের বেলা আলো সবকিছুকে নতুন ভাবে দেখতে আমাদের সাহায্য করে এবং অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। খ্রিস্ট যিশুর আশার আলোতেও ঠিক তা-ই ঘটে। যিশুর কাছ থেকে, তাঁর পুনরুত্থান থেকে আমাদের জীবন আলোর মতো হয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে, আমরা সবকিছু দেখি একটা নতুন আলোতে।

আমরা শুনেছি যে, যখন লোকেরা সাধু দ্বিতীয় জন পলের কাছে কোন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আসতো তখন তিনি যে প্রশ্নটি প্রথম করতেন তা হলো: "বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?" যখন আমরা কোন কিছুকে আশার আলোতে দেখি, তখন তা ভিন্নরূপ ধারণ করে। সেজন্য আমি তোমাদের উৎসাহিত করছি যেন তোমরা এভাবে বিষয়গুলোকে দেখতে শুরু করো। পরমেশ্বরের এই আশার দান দ্বারাই খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা নতুন আনন্দে পূর্ণ হয় এবং তা তাদের আপন অন্তর থেকে উৎসারিত হয়। চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা সব সময়েই থাকবে, কিন্তু যদি আমাদের থাকে আশায় "পূর্ণ বিশ্বাস", তখন আমরা সবকিছুর মোকাবেলা করতে পারি এই জেনে যে, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা শেষ কথা নয়। আর আমরা নিজেরাও অন্যের জন্য আশার এক আলোক-সংকেত হয়ে ওঠতে পারি।

তোমরা প্রত্যেকেই আশার আলোক-সংকেত হতে পারো সেই পরিমাণে যে-পরিমাণে তোমার বিশ্বাস সুনির্দিষ্ট হয়, বাস্তবতায় প্রোথিত হয় এবং আমাদের ভাইবোনদের প্রয়োজনের প্রতি তোমরা সংবেদনশীল হতে পারো। এসো আমরা যিশুর সেই শিষ্যদের কথা স্মরণ করি যারা একদিন একটি উঁচু পর্বতে তাঁকে মহিমার আলোতে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। যদি তারা সেখানেই থাকতেন তাহলে তাদের জন্য সেটা খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হতো, কিন্তু অন্যেরা যে তার সহভাগী হতে পারতো না। তাদেরকে পর্বত থেকে নেমে আসতে হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। জগত থেকে পালিয়ে বেড়ানো আমাদের উচিত হবে না বরং ঈশ্বর আমাকে যে সময়ে রেখেছেন সেই সময়কে ভালোবাসতে হবে, আর এটা বিনা কারণে নয়। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের যে অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন তা ভাইবোনদের সঙ্গে সহভাগিতার মধ্যদিয়েই আমরা কেবলমাত্র আনন্দ খুঁজে পেতে পারি।

প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আশা ও আনন্দ অপরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে কখনো ভয় পেয়ো না! তোমার অন্তরে যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তা লালন কর, আবার একই সময়ে তা সহভাগিতাও কর। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে, অন্যকে দেওয়ার মধ্যদিয়েই তা বৃদ্ধি পাবে! নিজস্ব একটি ভালো অভিজ্ঞতা করে খ্রিস্টীয় আশা আমাদের নিজেদের মধ্যে রেখে দিতে পারি না, কারণ এটা সকলেরই প্রাপ্য। তুমি বিশেষভাবে তোমার সেই বন্ধুদের খুব কাছে থাকো যারা হয়তো বাহ্যিকভাবে হাসতে দেখছে, কিন্তু আশার অভাবে ভেতরে ভেতরে তারা কাঁদছে। উদাসীনতা ও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দ্বারা তোমরা নিজেদেরকে আক্রান্ত হতে দিও না। নদী-খালের মতো উন্মুক্ত থাকো যেখানে যিশুর আশা প্রবাহিত হতে পারে আর তুমি যেখানে বাস কর সেখানে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

"খ্রিস্ট জীবিত! তিনি আমাদের আশা এবং তিনি বিস্ময়করভাবে যুবাদের আমাদের জগতে নিয়ে আসেন!" (*খ্রিস্ট জীবন্ত* ১)। আমি প্রায় পাঁচ বছর আগে তোমাদের কাছে এই কথা বলেছিলাম যখন যুবা-বিষয়ক সিনড সমাপ্ত হল। আমি তোমাদের সকলকে, বিশেষভাবে যারা যুব-সেবা কার্যক্রমে জড়িত আছ, তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাই যেন তোমরা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত দলিল, *"খ্রিস্ট জীবিত"* শীর্ষক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রটি পুনরায় পাঠ করার জন্য। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং আশায় জাগ্রত হয়ে, সেই অবিস্মরণীয় সিনডের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সময় এখন এসে গেছে। এসো আমরা আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে আশার জননী মারীয়ার কাছে নিবেদন করি। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন কি করে আমরা প্রভু যিশু, যিনি আমাদের আশা ও আনন্দ, তাঁকে আমাদের হৃদয়ে বহন করতে পারি এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁকে সহভাগিতা করতে পারি।

প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের জীবন পথে যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমরা আনন্দিত হও। তোমরা উপভোগ করো এই প্রত্যাশা করি! আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি ও আমার প্রার্থনায় আমি তোমাদের সাথে যাত্রা করছি। আর আমি তোমাদের কাছে চাই যেন তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর।

রোম নগরী, সাধু যোহন লাতেরান মহামন্দির ৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, লাতেরান মহামন্দিরের পার্বণ দিবস।

পোপ ফ্রান্সিস

অনুবাদক:
ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি

কৃতজ্ঞতায়
মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি।

৪০ দিনের যাত্রায় আমরা

মানুয়েল চাম্বুগং

ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মেখে আমরা তপস্যাকাল শুরু করেছি। কপালে ছাই মেখে আমরা অনুতাপের জন্য সংকল্প গ্রহণ করি। এই ছাই আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে আমরা খুবই নগ্ন মানুষ। অর্থাৎ নম্র হয়ে আমরা স্বীকার করি যে, আমরা পাপী মানুষ; আমাদের পাপের জন্য আমাদের অনুতাপ করা দরকার। এছাড়াও আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে মানুষ মাত্রই মরণশীল; একদিন না একদিন এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। কবে যে কার ডাক আসে আমরা কেউ জানি না। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন অহংকার না করে নম্র-বিনয়ী হয়ে নিজেদের পাপের জন্য অনুতাপ করি, মন পরিবর্তন করি।

প্রায়শ্চিত্তকালের এই ৪০ দিনের যাত্রায় মাতামণ্ডলী আমাদেরকে সেটিই সুযোগ করে দিয়েছে যাতে আমরা মন পরিবর্তন করি ও নিজের পাপের জন্য অনুতাপ করি। বাইবেলে দেখি ৪০ সংখ্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে নোয়ার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে সর্তক করে দিয়েছিলেন মনপরিবর্তন করতে কিন্তু তারা যখন নোয়ার কথা শুনলো না তখন ঈশ্বর ৪০ দিন ৪০ রাত অনবরত বৃষ্টি দিয়ে প্লাবিত করে তাদের শেষ করেন। এরপর দেখি ঈশ্বর সংকল্প নেন আর এভাবে মানুষকে ধ্বংস করবেন না, আদিপুস্তক ৭: ১৭-২৪। তারপর দেখি মিশর দেশ থেকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কানান দেশে পৌঁছতে ইস্রায়েল জাতিকে ৪০ বছর ধরে মরুপ্রান্তরের পথ পারি দিতে হয়েছিল, যোশুয়া ৫:৬। যোনার গ্রন্থে আমরা দেখি নীনবীবাসীরা ঈশ্বরের পথ ছেড়ে পাপের মধ্যে জীবনযাপন করছিল দেখে প্রবক্তা যোনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর বলেন, আর ৪০ দিন পরে নীনবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কথা শুনে নীনবীবাসীরা গায়ে চটের কাপড় পড়ে ছাই মেখে উপবাস শুরু করেন, যোনা ৩:৪-৬। নতুন নিয়মে এটি আরো সুস্পষ্ট যে, স্বয়ং যিশু নিজেই তাঁর প্রচার কাজ শুরু করবার পূর্বে ৪০ দিন ৪০ রাত ধ্যান, প্রার্থনা ও উপবাস করেন মরুপ্রান্তরে, মথি ৪:২।

আমাদের এই ৪০ দিনের তপস্যায় আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র ও পিতৃগণ সর্বোপরি তিন ধরনের উপর জোর দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে আমরা যেন প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদান দেই, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা-১৪৩৪; যাতে এই যাত্রার শেষে আমরা যখন প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশবহন ও ক্রুশে মৃত্যুর কথা অনুধ্যান করবো, তখন আমরা তারই সঙ্গে থাকতে পারি এবং কৃপাশীষ পেতে পারি। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন নিজেদের জীবনধারাকে পুনর্বিবেচনা করি। প্রভু যিশু যেভাবে ৪০ দিনের উপবাসের সময় শয়তানের প্রলোভন জয় করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জীবনের মরুভূমিতে যেসমস্ত প্রলোভন, রাগ, হিংসা, অহংকার, কাম-বাসনা, লোভ প্রভৃতি পক্ষাঘাতগ্রস্থে দাসত্ব হয়ে জীবনযাপন করি, সেখান থেকে আমরা যেন জয়ী হই। এই সমস্ত পরীক্ষা প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদেরকে গভীর ভক্তি, বিশ্বাস ও আশা নিয়ে এক মন এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। 'তোমরা জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যাতে পরীক্ষার বা প্রলোভনে হা পরো' মথি ২৬: ৪১। যিশুর এই কথাটি মনে রেখে আমাদের আরো বেশি ধ্যান প্রার্থনা করতে হবে। তবে প্রার্থনা করার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার আমরা যেন ফরিসিদের মতো লোক দেখানোর জন্য প্রার্থনা না করি, 'তোমরা যখন প্রার্থনা করো, তখন ঘরের নিভৃতে গোপন স্থানে যাও আর প্রার্থনা করো, মথি ৬:৬।

প্রার্থনা ও উপবাস একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, লূক ২: ৩৭। খাবার না খেয়ে থাকাকেই আমরা উপবাস হিসেবে বিবেচিত করি, কিন্তু এর পরিবর্তে উপবাসের উদ্দেশ্য হওয়া দরকার জগতের সমস্ত কিছু থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে সম্পূর্ণভাবে তা ঈশ্বরের উপর নিবদ্ধ রাখা। উপবাস আসলে এমন একটি মাধ্যম যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের নিজেদের সম্পর্ককে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ করে তোলে। উপবাস শব্দটি যদি বিভাজন করি তাহলে দেখবো যে 'উপ' অর্থ কাছে আর 'বাস' অর্থ থাকা বা বসবাস করা। অর্থাৎ 'উপবাস' এর অর্থ হলো কাছে বসবাস করা। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা ব্যবহার করতে পারি উপবাস করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নিকটে বা কাছে বা সাথে বাস করি। বাইবেলে উপবাসকে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত দিলেও আমরা অন্যান্যভাবেও উপবাস রাখতে পারি। আমাদের সমস্ত মনোযোগ ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য ও ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন কিছু ত্যাগ করাকেও উপবাস বলা যেতে পারে, ১ করিন্থীয় ৭:১-৫। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বক্তব্যে সেগুলো বলেছেন। যেমন- হৃদয়ে আঘাত করে কথা বলা হতে উপবাস করে, সদয় আচরণ করা; ক্রোধ হতে উপবাস করা, ধৈর্য্য ধারণ করা; হতাশা হতে উপবাস করে, হৃদয়ে আশাপূর্ণ করা; দুঃশ্চিন্তা হতে উপবাস করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো; অভিযোগ করো থেকে উপবাস করে, সরলতার অভ্যাস করো; মানসিক তিক্ততা হতে উপবাস করে, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠো; স্বার্থরতা হতে উপবাস করে, সহমর্মিতা লালন করা; ক্ষোভ হতে উপবাস করে পুনর্মিলন করা; বেশি কথা বলা হতে উপবাস রেখে, নীরব থেকে শোনা। পোপ ফ্রান্সিস-এর উপরোক্ত টিপস্ ছাড়াও আমরা আরো বিভিন্নভাবে উপোস রাখতে পারি- সমালোচনা বা পরচর্চা করা থেকে বিরত থেকে উপোস করা; নিজেদের মধ্যে যে খারাপ বদঅভ্যাসগুলো রয়েছে সেখান থেকে বিরত থাকা, হতে পারে সেগুলোর মধ্যে বেশি পরিমানে মাদকসেবন হতে বিরত থাকা।

প্রার্থনা করা ও উপবাস রাখার পাশাপাশি যে জিনিসটা অতি প্রয়োজনীয় সেটি হলো সেবাদান। এজন্যেই সাধু যাকোব বলেছেন, সৎকর্মহীন ছাড়া বিশ্বাসও তেমনি নিষ্প্রাণ, যাকোব ২:২৬। আসলে সত্যিই তাই আমি প্রার্থনা করলাম, উপবাস রাখলাম কিন্তু আমি যদি সেটা আমার জীবন যাত্রায় প্রতিফলিত দেখাতে না পারি তাতে কোনো লাভ হয় না। তপস্যাকালের যাত্রায় তাহলে আমরা কিভাবে সেবা কাজ করতে পারি? আমরা বিভিন্নভাবে এই সেবাকাজ করতে পারি- গির্জায় বা যারা অভাবগ্রস্থ তাদের আর্থিক অনুদান দিয়ে; যারা বিভিন্ন কারণে হতাশাগ্রস্থ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিভিন্ন ধরণের উপদেশ দিয়ে, সৎ পরামর্শ দিয়ে; যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে কষ্টে রয়েছে তাদের কথাগুলো শুনে; যারা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থে আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করে উপবাস রাখতে পারি, মোদ্দা কথা যিশুর শিক্ষানুসারে আমরা যেন, দয়ালু সামারীয়ের মতো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

পরিশেষে বলতে চাই ৪০ দিনের এই মরুযাত্রায়, কপালে বা সারা শরীরে যতই ছাই মেখে উপবাস ও প্রার্থনা করি না কেন আমাদের মনের যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমাদের এই যাত্রা বৃথাই থেকে যাবে। মাতামণ্ডলী আমাদের আহ্বান করছেন আমরা যেন নিজেদের কৃতপাপের জন্য নম্র হয়ে অনুতপ্ত হই; পিতা ঈশ্বরের কাছে যাজকের মধ্য দিয়ে পাপ সংস্কার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করি। অপব্যয়ী পুত্রের গল্পের পিতার মতো ক্ষমাশীল ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন আমরা যেন তাঁর কাছে ফিরে আসি। বসন্তকালে পুরাতন জড়াজীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা গজালে প্রকৃতির মাঝে যেরূপ সুন্দর সজীবতা দেখা যায়; সেই ভাবে আমরাও যদি পুরানো আমিত্বকে ত্যাগ করে বা মনের সব কালিমা দূর করলে আমাদের জীবনেও নতুন প্রাণ সঞ্চারণ হবে॥

খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই উপবাস নয়

সজল মেলকম বালা

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হল মন পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির কাল। মাতামণ্ডলী বছরের এই নির্দিষ্ট সময়টি বেছে নিয়েছে যাতে যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব পালনের পূর্বে নিজেদেরকে নিয়ে ধ্যান করতে, চিন্তা করতে বিশেষভাবে আমাদের পাপময় জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে পারি এবং প্রার্থনা, সেবাকাজ ও উপবাস পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষমালাভ করে পিতার কাছে ফিরে আসতে পারি। তপস্যাকালকে জীবনের বসন্তকালও বলা হয়। শীতের শেষে গ্রীস্মের পূর্বে যেমন ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতি তার জীর্ণতা মুছে শীতের পাতাঝরা বৃক্ষে নতুন পাতা, ফুলে চারিদিকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে তেমনি আমাদের জীবনেও পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে নতুন মানুষে রুপান্তরিত হওয়ার সুযোগ প্রায়শ্চিত্তকাল।

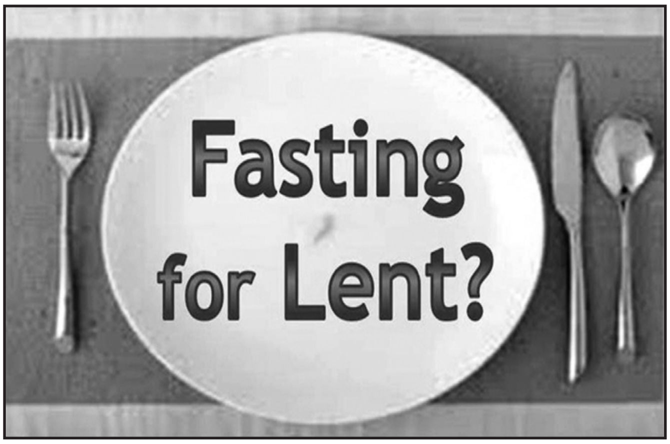

প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা অনেকেই মাণ্ডলীক নিয়মানুসরণ করে বা স্বেচ্ছায় উপবাস করি। অনেকে চল্লিশ দিনই উপবাস করে থাকেন আবার কেউ কেউ উপবাসকালের প্রতি শুক্রবার ও ভস্ম বুধবার উপবাস করি। কিন্তু এই উপবাস নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে বিতর্কিত চিন্তা-ভাবনা। আমাদের অনেকের ধারণা শুধু না খেয়ে থাকাটাই উপবাস। ব্যাপারটা অনেক সময় লোক-দেখানো উপবাস হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে এই বিষয়গুলো বেশি পরিলক্ষিত হয় হোষ্টেল, কনভেন্ট এবং সেমিনারী/ নভিশিয়েটে। মাঝে মাঝে শিখানোর জন্য এসব জায়গায় প্রায়শ্চিত্তকালে বাধ্যতামূলক উপবাসের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ই বলতে শোনা যায় আজ উপোস থেকে আবার কাজ করব কেন? যারা উপোস থাকে তাদের নিয়ে অনেক সময় কটাক্ষ করা হয়। অনেকে আবার লুকিয়ে উপোস ভেঙ্গে ফেলে। কারও কারও চোখমুখ দেখে মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তার মধ্যে। আমরা ভুলে যাই উপবাসের বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা। "তোমরা যখন উপোস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যই তো তারা মুখখানা অমন শুকনো করে রাখে। যখন তুমি উপোস কর, তুমি বরং তখন মাথায় তেল মেখো, চোখমুখ ধুয়ো,... তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন(মথি ৬:১৬-১৮)।

আমাদের মধ্যেও এই ধারণাটা থেকে যায় যে, আমি তো উপোস তাই সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাবো বা অন্য যেকোন কাজ করব। বেশিরভাগ সময়ই আমরা উপোস থাকি আর সময় কাটানোর জন্য হয় মোবাইল, টেলিভিশন বা যে কোন মিডিয়াকে আশ্রয় করি অথবা গ্রামাঞ্চলে হলে বাজারে (চায়ের দোকান) গিয়ে মানুষের সমালোচনায় চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করি অথচ ক্রুশের পথে যাওয়ার সময় পাই না। এগুলো আমাদের চিন্তার বিষয় যে উপোস থাকার অন্তর্নিহিত অর্থ কি?

উপবাস কেবল না খেয়ে থাকা বা খাওয়া দাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে দেহকে কষ্ট দেওয়া নয় বরং অন্তরের পরিবর্তনটাই আসল ব্যাপার। "তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল" *(যোয়েল ২:১৩)*। খাবার থেকে বিরত থাকাটা আমাদেরকে সহায়তা করে আত্মত্যাগী হতে এবং কোন খারাপ কাজ করার আগে মনে করিয়ে দেয় যে আমি উপবাস করছি কারণ আমি এর মধ্যদিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাই, পাপ থেকে বিরত থাকতে চাই। প্রায়শ্চিত্তকালে নামমাত্র উপবাস করে, না খেয়ে থেকে যদি পাপকাজের সাথেই জড়িত থাকি তবে কোন মূল্য নেই সেই না খেয়ে থাকার। তা শুধুমাত্র ঐ চুনকাম করা কবরের মতই যার বাইরেরটা দেখতে সুন্দর ভিতরটা পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত। আমাদের উপবাস করা যেন শুধু সময় বা নিয়ম রক্ষার মত না হয় যে, রাতে ঘুমানোর আগে ইচ্ছামত পেটপুরে খাব যাতে পরেরদিন না খেয়ে থাকতে পারি বা সময় পার হলেই আবার ইচ্ছামত খেতে পারি। শুধুমাত্র খাবার গ্রহণের উপবাস না করেও চাইলে পাপকাজ থেকে বিরত থেকে উপোস থাকতে পারি। পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন অনুধ্যান অনুসারে আমরা চাইলে একটু অন্যভাবেও উপবাস করতে পারি। এই তপস্যাকালে বেছে নেই আমরা কোন ধরণের উপবাস করব।

হৃদয়ে আঘাত করে কথা বলা থেকে **উপবাস করুন এবং সদয় আচরন করুন :** অনেক সময় আমাদের তিক্ত বা কঠিন কথা অন্যকে এমনভাবে আঘাত করে যা শারীরিক নির্যাতনের কষ্ট থেকেও গভীর ক্ষতের সৃস্টি করে। বাহ্যিক ক্ষতগুলো নিরাময়যোগ্য কিন্তু হৃদয়ের আঘাত, , কষ্ট সহজে নিরাময় করা যায় না। আমরা এই প্রায়শ্চিত্তকালে এসব আঘাতদায়ক কথা বলা পরিহারের মাধ্যমে উপোস করতে পারি এবং সবার সাথে ভালোবেসে আচরণ করতে পারি।

বিমর্ষতা হতে উপবাস করুন, অন্তরে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠুন: মানবজীবনে সুখ-দুঃখ দুটোই বিদ্যমান। সব সময় আমরা যদি দুঃখ নিয়েই থাকি তাহলে কখনোই সুখের স্বাদ পাব না। উপবাসকাল আমাদের জন্য একটি সুন্দর সময় দুঃখকে পরিহার করার বিশেষভাবে যিশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে তার যাতনাভোগ স্মরণ করে তার দুঃখ-কষ্টের সাথে আমাদের কষ্টগুলো উৎসর্গ করি। আসুন আমরা দুঃখগুলোকে পরিহার করে সব কিছুর জন্য ঈশ্বর এবং প্রতিবেশী মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।

ক্রোধ হতে উপবাস করুন ধৈর্য ধারণ করুন: রাগ-ক্রোধ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। বলা হয় রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। ক্রোধ সম্পর্কে যিশু বলেন," যে কেউ নিজের ভাইয়ের উপর রাগ করবে, তাকে বিচার সভায় জবাবদিহি করতেই হবে। আর যে তার ভাইকে 'অপদার্থ' বলবে, তাকে তো

মহাসভায় জবাবদিহি করতে হবে। আর যে তাকে 'পাষণ্ড' বলবে, তাকে নরকের আগুনেই জবাবদিহি করতে হবে *(মথি৫:২২)*। এই সুন্দর সময়ে আমরা ধৈর্যশীল হতে শিখি এবং নিজেদের রাগ-ক্রোধ পরিহার করতে শিখি। এটি অনেক বড় একটি উপবাস।

হতাশা হতে উপবাস করুন, হৃদয় আশাপূর্ণ করুন : হতাশা জীবনের এক ভয়াবহ ব্যধির মত হয়ে উঠেছে। বর্তমান তরুণ প্রজনের মধ্যে এর প্রবণতা খুব বেশি লক্ষ্যণীয়। হয়তো জীবনের কোন ব্যর্থতা থেকে অথবা না পাওয়া থেকে আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাই যা আমাদের জীবনকে শেষ করে দেয়। তপস্যাকালে আমরা এই হতাশাগুলোকে বাদ দিয়ে, ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করতে পারি। সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে, "ভগবানের চরণেই এখন মনের ভার নামিয়ে রাখ তুমি; দেখো, তোমার অন্তরে তিনি শক্তি দেবেন। টলে যাবে ধার্মিক মানুষ, তিনি তো এমনটি হতে দেবেন না কখনো।" *(সাম ৫৫:২২)*।

দুশ্চিন্তা হতে উপবাস করুন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন: এই তপস্যাকালে আমরা সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার ঈশ্বরের চরণে রাখি, তার উপর বিশ্বাস রাখি। দুশ্চিন্তা সম্পর্কে যিশু বলেন, "না, তোমরা এইসব প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রো না যে, 'আমরা কি খাব ? বা কি পান করব? কিংবা কি পরব? অধর্মী মানুষেরাই তো ওসব কিছুর পিছনে ছুটে মরে! তোমাদের যে ওসব কিছুর প্রয়োজন আছে, তা তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা তো ভাল ভাবেই জানেন *(মথি ৬:৩১-৩২)*।

অভিযোগ পরিহার করার উপবাস করুন, সরলতার অভ্যাস করুন : আমাদের জীবনে অভিযোগের শেষ নেই। বিশেষ করে কোন কিছু আমাদের অনুকূলে না থাকলেই আমরা অভিযোগ করি। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকেই ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে এত সমস্যার উৎপত্তি হয়। যিশু বলেন, "কাজেই তোমার নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করতে গিয়ে সেইখানে তোমার মনে পড়ে যায় যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে...আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরানো সদ্ভাব ফিরিয়ে আনো, তারপরই এসো তোমার ওই নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে" *(মথি ৫:২৩-২৪)*। পোপ মহোদয়ের অনুধ্যানানুসারে আমরা এ উপবাসকালে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকি এবং সরলতা ও নম্রতায় জীবন যাপন করি।

মানসিক চাপ হতে উপবাস করুন, প্রার্থনাশীল হয়ে উঠুন : মানসিক চাপ আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মকে ব্যাহত করে। যেসব বিষয় আমাদের মানসিক চাপ বাড়ায় সেই বিষয়গুলো এই সময়ে পরিহার করতে চেষ্টা করি এবং প্রার্থনাশীল হয়ে উঠি। প্রার্থনার শক্তি আমাদেরকে সকল সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

মানসিক তিক্ততা হতে উপবাস করুন, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠুন : বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রয়োজনীয়, নেতিবাচক বিষয় এবং দুঃখ-কষ্ট আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত, অশান্ত এবং তিক্ততায় ভরিয়ে তোলে যার ফলে আমরা মানসিক শান্তি ও আনন্দ হারিয়ে ফেলি। জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে যায়। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে সুযোগ দেয় এসব তিক্ত বিষয়গুলোকে জীবন থেকে বাদ দিতে এবং পরিবর্তিত হয়ে জীবনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে।

স্বার্থপরতা হতে উপবাস **করুন, সহমর্মিতা লালন করুন :** তপস্যাকালে আমরা আমাদের স্বার্থপর স্বভাবগুলো পরিত্যাগ করতে পারি। যে সব বিষয় আমাদেরকে স্বার্থপর করে তোলে, অন্যদের কাছ থেকে আলাদা স্বভাবের মানুষ করে তোলে এসব নেতিবাচক বিষয়গুলোকে ত্যাগ করে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মি হয়ে উঠতে পারি।

ক্ষোভ হতে উপবাস করুন, পুনর্মিলন করুণ : তপস্যাকাল আমাদের জীবনের রুপান্তরে একটি বিশেষ সময়। প্রতিবেশী ভাইবোনদের প্রতি হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, ক্ষোভ, মনোমালিন্য থাকতে পারে। এই বিশেষ সময়ে আমরা যিশুর দিকে তাকিয়ে এসব বিষয়ে উপবাস করতে পারি। কারন যিশু ক্রুশের উপর থেকেও শত্রুকে ক্ষমা করেছেন তাই আমাদেরও উচিৎ যাদের সাথে আমাদের খারাপ সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে অন্তরের ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে পুনর্মিলিত হওয়া ।

কথা বলা হতে উপবাস করুন, নিরব থেকে শুনুন : আমরা অনেক কথা বলতে পছন্দ করি কিন্তু অন্যদের কথা শুনি কম। পোপ মহোদয় বলেন , আমরা যেন এই সময়ে কথা বলার উপবাস করি, কম কথা বলি, নিরব থেকে শ্রবণ করি। কারণ ঈশ্বর নিরবতায় কথা বলেন। আমরা এই সময়ে বেশি বেশি নিরবতায় থেকে ঈশ্বরের কথা শুনতে চেষ্টা করতে পারি। এজন্যই মাতামণ্ডলী আহ্বান জানায় এই সময়ে আমরা যেন বাহ্যিক আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হুল্লোর বা আনন্দ ফূর্তি থেকে সংযত থাকি এবং অন্তরেও নিরবতা পালন করতে পারি।

তাই উপবাস যেন শুধুমাত্র আমাদের খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বাহ্যিক কষ্টভোগের সাথে সাথে আমাদের হৃদয়টাকে যেসব পাপ খেয়ে ফেলছে সেগুলোকে ত্যাগ করতে পারি। উপবাসের সাথে আরও জড়িত থাকে দান করা। আমরা বাহ্যিকভাবে যতটুকু উপোস করব বা ভোগ করা থেকে বিরত থাকব তা যেন অন্যদের দান করি। আমাদের উপবাস যেন লোক দেখানোর মত না হয় ববং বাহ্যিক উপবাস বা দৈহিক কষ্টভোগের চেয়ে আন্তরিক বিষয়গুলোকে নিয়ে উপোস করতে পারি যেমনটা পোপ ফ্রান্সিস তার অনুধ্যানে তুলে ধরেছেন। উপরের সব বিষয়গুলো হয়ত একসাথে উপোস করতে পারবো না তবে যতদূর সম্ভব উপবাস করার মধ্য দিয়ে যিশুর কষ্টভোগের সাথে যাত্রা করি এবং নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলি॥ ৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, তপস্যাকালীন অনুধ্যান ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২. মঙ্গলবার্তা।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, পত্রবিতান ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন আগামী ১৪ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা।

আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে অবশ্যই SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোনঃ ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ প্রার্থনা বর্ষ

ফাদার আলবাট রোজারিও

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ছিল “ঐশবাণী” রোববার। ঐদিন সকাল ১১:৩০ মিনিটে দূতসংবাদ প্রার্থনার সময় পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে প্রার্থনা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন। যদিও ইতোমধ্যে আগমনকাল থেকেই প্রার্থনা বর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা করতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, “প্রিয় ভাইবোনেরা, আজ আমরা শুরু করছি প্রার্থনা বর্ষ। আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পুণ্য দরজা খুলে দেওয়ার মধ্যদিয়ে আমরা জুবিলী বর্ষ শুরু করব। অনুগ্রহের এই ঘটনার মধ্যে থেকে প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী হিসাবে আমরা ঈশ্বরের শক্তি অভিজ্ঞতা করব। এই প্রার্থনা বর্ষে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, মাণ্ডলিক জীবনে এবং সমাজ জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করব।”

প্রার্থনা বর্ষ শেষ হবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুণ্য দরজা খোলার মধ্যদিয়ে। এবং সেই সঙ্গে শুরু হবে জুবিলী বা পুণ্য বর্ষ। প্রার্থনা বর্ষ জুবিলী বর্ষেরই প্রস্তুতি। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ হলেন মা মারীয়ার মত “প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী”। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য এবং তাঁর আরাধনা করার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধা থাকতে হবে।

কাথলিক মণ্ডলীতে ২৫ বৎসর পর পর জুবিলী বর্ষ পালন করা হয়ে থাকে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আমরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি ও তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণে মহা ধুমধামে জুবিলী বর্ষ পালন করেছি। জুবিলী বর্ষ হলো অনুগ্রহ লাভের বর্ষ। এই সময় বিশ্বসীভক্তগণ তাদের পাপের দণ্ডমোচন পেয়ে থাকে। পুণ্য বর্ষ শুরু হয় বড়দিনের পূর্বে এবং শেষ হয় প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের দিন। পুণ্য বর্ষে পুণ্যপিতা পোপ সাধু পিতরের মহামন্দিরের প্রধান দরজাটি খুলে দেন। সেই সঙ্গে রোম নগরীতে বড় বড় মহা মন্দিরের, যেমন– সাধু যোহন, সাধু পৌল ও সাধ্বী মেরী মেজর মহা মন্দিরের দরজাগুলোও জুবিলী বর্ষে খুলে দেওয়া হয়।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতির জন্যে এই প্রার্থনা বর্ষে আমাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান যেন আমরা ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে প্রার্থনা করি। পোপের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা বর্ষে মহান মূল্যবোধগুলো উপলব্ধি করতে এবং প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝতে হবে। প্রার্থনা বর্ষ আমাদের জন্য একটা সুন্দর সুযোগ যার মধ্যদিয়ে আমরা আবার প্রার্থনার মূল্য বুঝতে পারব এবং আমাদের দৈনন্দিন খ্রিস্টীয় জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব।

এই ডিজিটাল কালচারের মানুষগুলোকে কিভাবে প্রার্থনায় নিয়ে আসা যায়, কিভাবে তাদের প্রার্থনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, আমাদের প্রার্থনা কিভাবে আরো ফলপ্রসূ ও ফলদায়ক হতে পারে, প্রার্থনা বর্ষে এই বিষয়গুলো আমরা আবিষ্কার করতে পারব। আমরা অবশ্যই অস্বীকার করতে পারি না যে, আমাদের এই সময়ে গভীর আধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রার্থনা কখনো তাড়াহুড়োর বিষয় হতে পারে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে খ্রিস্টযাগে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাড়াহুড়ো করে ক্রুশের চিহ্ন করে থাকে, প্রার্থনায় অমনোযোগী থাকে ইত্যাদি। তাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। প্রার্থনায় ও ধ্যানে আমাদেরকে ব্যথা-বেদনার চোখের জলে সিক্ত হতে হবে।

প্রার্থনা বিষয়ে আমাদেরকে কিছু বদ্ধমূল শিক্ষা ও ধারণার মধ্যে প্রার্থনাকে আটকে রাখলে চলবে না। কারণ প্রার্থনা হলো বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, “প্রার্থনা হলো যুদ্ধ বিধস্ত পৃথিবীতে বিশ্বাসের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে পরিচর্যা দান করে, ঈশ্বর ও মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ককে লালন-পালন করে, আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্রামের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, দুঃশ্চিন্তা -দুর্ভাবনায় আরামের স্থান ঠিক করে দেয়। প্রার্থনা হলো বিশ্বাস, আশা এবং ভালোবাসার পুষ্টিকর খাদ্য। যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে চায়, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলে তাদের জন্য প্রার্থনা হলো বিশ্বাসের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়ের চিৎকার।”

তাই প্রার্থনা বর্ষের এই সময়টা হবে যখন প্রার্থনা জীবনটাকে একটা সুন্দর ভিত্তি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিই যেন প্রার্থনা জীবনে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে পারে। যারা বিশ্বাস করে এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে ন্যাস্ত করে তাদের হৃদয়েই প্রার্থনার জন্য একটা ক্ষুধা থাকে। প্রার্থনা আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে জায়গা করে দেয়। ঈশ্বরের সঙ্গে থাকলে সবই সম্ভব। মঙ্গলসমাচার যদি আনন্দের সুখবর হয়ে থাকে তাহলে অন্যদের সাথে তা সহভাগিতা করতে হবে। তাই এই প্রার্থনা বর্ষে আমাদের ভাবতে হবে, ধ্যান করতে হবে– আমরা কি প্রার্থনা করি, কিভাবে প্রার্থনা করি এবং কেন প্রার্থনা করি। প্রার্থনা বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক এই যে, আমরা নিজেরা প্রার্থনা করব এবং অন্যদেরর প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করব॥ ৯০

অষ্টাহ, না কি নভেনা!

ইউজিন জাসটিন আনজুস সিএসসি

কাথলিক মণ্ডলীতে রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারে 'অষ্টাহ' পালনের প্রচলন রয়েছে। এর পাশাপাশি লৌকিক ভক্তিমূলক অনুশীলনরূপে বিভিন্ন উপলক্ষে নভেনা বা নবাহ পালনেরও প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া কোন কোন পর্বের পূর্ব-প্রস্তুতি স্বরূপ 'ত্রি-দিবস' (*Triduum*) এবং *Vigil* পালনেরও রীতি রয়েছে।

অষ্টাহ, নভেনা, ত্রি-দিবস– এগুলো কখন কোনটি পালন করব? এগুলোর উৎপত্তিই বা কোথা থেকে? খ্রিস্টীয় উপাসনা ও ভক্তিমূলক অনুশীলনে এই যে অষ্টাহ, নভেনা কিংবা ত্রি-দিবস এবং পর্বদিনের আগের দিন সান্ধ্য-উপাসনা (*Vigil*) পালন করা হয়, এগুলোর উৎপত্তি মূলত বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ঈশ্বরের মনোনীত জাতির বিভিন্ন পর্ব পালনের মধ্যে পাওয়া যায়। মনোনীত জাতি আবার এগুলো ধীরে ধীরে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যোগ করে নিয়েছে মুক্তির ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি রক্ষার জন্য। পুরাতন নিয়মের সময়কালে ইস্রায়েল জাতি যে সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, প্রথা পালন করছিল তার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টিনীয় সংস্কৃতি এবং মিশরে ও ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাস করার ফলে সেখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার কিছু উপাদানও নিজেদের ধর্মীয় প্রথার সাথে যোগ করে নেয়। যেমন ইস্রায়েল জাতি যে চান্দ্রপঞ্জিকা (*Luner Calendar*) ব্যবহার করে আসছে তার মধ্যে মিশরীয়দের চান্দ্রপঞ্জিকার প্রভাব পড়েছে। আবার ব্যাবিলনে নির্বাসিত থাকার কারণে পারস্যদের সৌরপঞ্জিকার (*Solar Calendar*) প্রভাবও পড়ে। দিন-সপ্তাহ-মাস-বছরের এই যে পরিক্রমা, তার সাথে প্রাকৃতিক ঋতুচক্র ও কৃষিকাজের নিবীড় সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যে কৃষি ব্যবস্থার নানা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হলেও বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন ঋতু রয়েছে এবং কম-বেশি তা মেনে চলতে হয়। বিভিন্ন ঋতুতে যে বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয় তার জন্য চান্দ্র অথবা সৌর দিনপঞ্জির বিশেষ সময়কাল মেনে চলতে হয়। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে বীজ বোনা না হলে, চারা তৈরী করে রোপন না করলে ঠিকমতো ফসল পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে যেমন আউশ-আমন-বোরো, কিংবা রবি শষ্য, চৈতালী শষ্য, ইত্যাদি ঋতু-ভিত্তিক ফসলের সাথে আমাদের জীবন, বিশেষত কৃষি-জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ঈশ্বরের মনোনীত জাতির মানুষ প্রকৃতির এই ঋতুচক্রের সাথে মিলিয়ে তাদের ঔপাসনিক বিভিন্ন পর্ব পালনের প্রথা প্রচলন করে। তারা উপলব্ধি করেছে যে, সাধারণ কালচক্রের সাথে ঈশ্বর তাদের জীবনে উপস্থিত রয়েছেন। কালচক্রের পরিক্রমায় ঈশ্বর ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাদের নির্বাসন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত-স্বাধীন করেছেন, প্রতিশ্রুতদেশে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মনোনীত জাতির ইতিহাসে কেন্দ্রীয় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ। এই ঘটনায় তারা 'ঈশ্বরের হাত' (*God's intervention*) খুব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। তাই তারা মুক্ত-স্বাধীন হয়ে মুক্তির এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করে প্রতি বছর "পাস্কা" বা "নিস্তার পর্ব" পালন করে আসছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক দু'টিতে এই ঔপাসনিক উৎসব পালনের ইতিহাস ও যাবতীয় বিধি-বিধানের বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনা অনুসারে **"পাস্কা"** বা **"নিস্তার পর্ব"** এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে ঈশ্বর সাধিত বহু ঘটনা জড়িত থাকার কারণে বার্ষিক এই পর্বোৎসব মাত্র একদিনে পালন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের নিস্তার পর্ব পালন করা হয় আট দিন ব্যাপী। এর মধ্যে আবার রয়েছে নিস্তারের প্রধান তিন দিনের উৎসব। প্রতি বছর ইহুদীদের দিনপঞ্জি অনুসারে 'নিশান' মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে তারা নিস্তার পর্বের প্রধান তিন দিনের উৎসব পালন করে থাকে। নিশান মাসের ১৪ তারিখের পূর্বে তাদের বাড়ীতে কোথাও যেন "খামি" না থাকে তার জন্য "খামি খোঁজ করা" এবং নিস্তার ভোজের জন্য যে ভেড়া বা ছাগ বলিদান করবে তা বাছাই বা "পৃথক করার দিবস" পালন করে থাকে। ১৪ তারিখে "পৃথক করা" ভেড়া বা ছাগ মন্দিরে নিয়ে "বলিরূপে বধ" করে বা "কোরবান" করে আনবে এবং নিস্তার ভোজের জন্য তা প্রস্তুত করবে। এই জন্য মঙ্গলসমাচারে এই দিনটিকে "পর্বের প্রস্তুতি দিবস" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে (*লুক* ২২:৭)। ১৫ তারিখ মধ্যরাতের মধ্যে বলিকৃত পশুটির মাংস সম্পূর্ণরূপে খেয়ে শেষ করতে হবে, কিছুই অবশিষ্ট রাখা যাবে না। ১৬ তারিখ বিশ্রামবারের মধ্যদিয়ে তারা নিস্তার পর্বের প্রধান তিনটি দিবস অতিবাহিত করবে।

লেবী পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে, ঈশ্বরের বিধান-মতে নিস্তার পর্বের পূর্বে "শিবির পর্ব" পালন করতে হবে সাত দিন পর্যন্ত; আর অষ্টম দিনে মহা সমারোহে পর্ব উদ্‌যাপন করতে হবে (*লেবী ২৩:৩৬*)। প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের জন্মের পর অষ্টম দিনে তৃকছেদের বিধান পালন করার নির্দেশও বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রয়েছে (*লেবী ১২:৩*), এ উপলক্ষে বিশেষ যজ্ঞ নিবেদনের বিধানও পালন করার নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে (লেবী ১৪:১০, ২৩, ১৫:১৪, ২৯, গণনা ৬:১০)। দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা সলোমনের সময় 'মন্দির প্রতিষ্ঠা' (*Dedication of the Temple*) উপলক্ষ্যে আট দিন ব্যাপী প্রস্তুতি পালনের কথা (২বিবরণ ৭:৯) এবং পরবর্তী সময়ে রাজা হেজেকিয়ার সময় মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ও আট দিন ব্যাপী উৎসব পালনের উল্লেখ পওয়া যায় (২বিবরণ ২৯:১০)।

নিস্তার পর্ব থেকে উনপঞ্চাশ দিন গণানার পর পঞ্চাশতম দিনে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিশ্রুত দেশে আসার এক বছর পর তারা প্রথম নিজেদের উৎপন্ন ফসল থেকে খাবার খেতে পেরেছিল আর তার স্মরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে এই পর্ব পালন করতে লাগল ঈশ্বরের নির্দেশ মত। নিস্তার পর্বের পর পঞ্চাশতম দিন বলে এই পর্বের নাম হয়েছে "পঞ্চাশত্তমী"। পুরাতন নিয়মে বর্ণিত এই পর্বটির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল এই যে, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ইহুদী ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর কর্তৃক নিস্তারের এত বড় ঘটনা একদিনে তো নয়ই, আট দিনেও উদ্‌যাপন করা যথেষ্ট নয় – তাই পঞ্চাশ দিন পর্যন্তই এই নিস্তার-উৎসব পালন করার রীতি প্রচলন হয়।

অপর দিকে তাদের সামাজিক রীতি অনুসারেও কোন কোন উৎসব আট দিন ব্যাপী পালন করার প্রচলন যিশুর সমসাময়িক কালেও ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইহুদী বিবাহ অনুষ্ঠান। কানা নগরের বিয়ে বাড়ীতে সকালে বিয়ের ভোজ শুরু করে বিকেলের মধ্যেই দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যায়নি! তাদের প্রথামত বিয়ের উৎসব আট দিন পর্যন্ত চলত, আর এই আটদিনের মধ্যে অতিথিরা এসে বর-কনেকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাতেন আর তাদের জন্য থাকত আপ্যায়নের ব্যবস্থা। তাই বিবাহ-উৎসবের শুরু থেকে পানীয়রূপে দ্রাক্ষারস পরিবেশন করতে করতে দেখা গেল তা শেষ হয়ে গেছে! মায়ের নির্দেশে যিশু তখন জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করলেন (দ্র. যোহন ২: ১-১০)। আর এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে ইহুদী ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলোর গুরুত্ব অনুসারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, বিশেষ করে আট দিন পর্যন্ত পালন করার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে "সংস্কারকৃত ইহুদী ধর্ম" (*Reformed Judaism*) অনুসারে এর অবশ্য কিছু রদবদল হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, খ্রিস্ট মণ্ডলীতে ধীরে ধীরে যখন "পূজন-বর্ষ" (*Liturgical Year*) জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের (রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে) সাথে সাজানো হতে থাকে তখন বিশেষ বিশেষ পর্বগুলো পালনের সাথে **"অষ্টাহ"** যোগ করা হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সম্রাট কন্সটান্টাইন জেরুসালেম ও টায়ের (*Tyre*) -এর মহামন্দির (*Basilica*) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আট দিন ব্যাপী উৎসব পালনের নির্দেশ দান করেন (৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ)। *(চলবে)*

বর্তমান প্রজন্ম : তথ্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকসমূহ

ক্ষুদীরাম দাস

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভূমিকর, পৌরকর ইত্যাদি করসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে সহজে প্রদান করতে পারছি। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত দেশে এমন কোনো পরিবার নেই, যেখানে মোবাইল ব্যবহার হচ্ছে না। প্রবাসীরা ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাদের স্বজনদের খোঁজখবর নেয়াসহ ভাববিনিময় করতে পারছেন। সত্যিকারে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্রুততম সময়ে দেশে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেই সাথে আমাদের জীবন-জীবিকারও উন্নয়ন ঘটছে দ্রুতগতিতে। অতএব, পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, কখন ঘটছে, তা' খুব দ্রুতই আমরা ঘরে বসেই জানতে পারছি। তাছাড়া নিত্যনতুন ধ্যান-ধারণা, উন্নয়নের গতিধারা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারছি। আমাদের কী জানার প্রয়োজন, কী বিষয়ে দেখার প্রয়োজন-সবই আমরা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে করতে পারছি। এখন সীমাবদ্ধ নেই তথ্য প্রযুক্তি। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে, বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। কয়েকযুগ আগেও যখন যে কোনো তথ্য আদান-প্রদানে মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে যেতে হতো এখন সেসব কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বর্তমানে চিঠিপত্র আদান-প্রদান, টাকা-পয়সা লেনদেন বা যে কোনো পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেয়া এখন মুহূর্ত সময়মাত্র। কিছুদিন আগেও আমাদের ডাকঘরে ছুটে যেতে হতো। দিনের পর দিন টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার বা চিঠিপত্রের জন্যে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে হতো। এখন আর সেভাবে অপেক্ষা করতে হয় না। মুহূর্তেই সবকিছু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ভালোর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিরও খারাপ দিক লক্ষ্যণীয়। বর্তমান প্রজন্মের দিকে তাকালে আমরা তা' স্পষ্ট দেখতে পাই যে, অধপতনে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। শুধু নতুন প্রজন্মর দিকে আঙ্গুল তোলাই যথেষ্ট নয়; এর সাথে জড়িত সব বয়সেরই মানুষজন। কাজেই খারাপ দিকগুলো ত্যাগ করে জীবনে উন্নতি সাধন করার দিকে আমাদের দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

সমাজের অবক্ষয় : বর্তমানে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের যুব সমাজ খারাপ ভিডিও দেখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো স্থানে তারা সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খারাপ কিছু দেখতে পারে। এটাকে রোধ করা খুবই কঠিন। ইন্টারনেটে নোংরা অশ্লীল পর্নোগ্রাফি শিশু-কিশোরদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। কিশোর গ্যাং মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এতে করে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারকারীদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি এবং এদের বেশিরভাগই অনিদ্রাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের একঘেয়েমিতা লক্ষ্য করা যায় এবং সামাজিকতা তেমন বৃদ্ধি পায় না। আমরা জানি যে, শিশুদের খেলাধুলার মাধ্যমেই শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা, ভাষার দক্ষতা, সামাজিকতা, কল্পনাশক্তি বাড়ে এবং সমবয়সীদের সাথে কাজ করার ক্ষমতা, মডেলিং ও রিইনফোর্সমেন্ট এর মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হয়। শিশু মাঠে বা পরিবারের খেলার মাধ্যমে যেমন- আনন্দ, আরাম পাবে এবং অনুমান ক্ষমতা বাড়বে; সেইসাথে পরিবারে সদস্যদের সাথে হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি বাড়বে এবং সহপাঠীদের সাথে খেলার মাধ্যমে মত বিনিময়, মতামত, অন্যের কথাকে শ্রদ্ধা, সম্মান দিতে শিখবে; কিন্তু সেটি আর হয়ে ওঠছে না।

সময় নষ্ট : তথ্য প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। ফলে অযথাই আমরা এর পিছনে সময় ব্যয় করছি। গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে ইন্টারনেটকে গুরুত্ব দেয়া ও অযথা সময় ব্যয় করে ইন্টারনেটে ডুবে থাকতে দেখা যায় মানুষকে। সন্তানরা কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, লেখাপড়া ঠিকমতো করছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখভাল করতে না পারায়, অনেক পরিবারেই উঠতি বয়সের সন্তানদের নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। স্মার্টফোন ছোট-বড় সবাইকে মাদকের মতো নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। শুধু সন্তানদের কথাই-বা বলি কেন, অবিভাবকরাও স্মার্ট ফোনের প্রতি নেশাগ্রস্ত হওয়ায় সন্তানদের দিকে সুদৃষ্টি দেয়ার সময় পাচ্ছেন না। সেই সময় অযথাই নষ্ট হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির পিছনে। অতিরিক্ত সময় প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে নেই আমরাও। তাই আমাদের দেশেও দিন দিন বেড়ে চলছে শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা। ফেইসবুক, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দিন দিন এ জাতীয় মানসিক রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

ক্রাইম : তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই অনেক ভিডিও ও কৌশলগত দিক তুলে ধরা হয়। তা দেখে সমাজের মানুষ ক্রাইম শিখছে ও তা বাস্তবে কাজে লাগাচ্ছে। মেয়েদের লাইফ প্রোগ্রামে বিভিন্নভাবে তুলে ধরে হেনস্তা করা হচ্ছে। যৌন নিপীড়নমূলক অশ্লীল ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তি পর্যায়েও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার রোধে তথ্য আইনের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর তা' করতে না পারলে যতো উন্নয়নই হোক না কেনো, পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় আমাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে, যা' কখনই কারো কাম্য নয়।

সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে : প্রযুক্তি দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে স্নেহ, মমতা ভালোবাসার মতো আবেগ-অনুভূতিগুলোকে। জানা মতে, দেশের অধিকাংশ পরিবারে প্রযুক্তির মন্দ প্রভাব মারাত্মভাবে বিঘ্নিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা হয়তো বলতে পারি যে, তথ্য প্রযুক্তি উপকার করছে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কও যে নষ্ট করছে সেটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। একটু চিন্তা করুন তো-আপনার কয়জন আত্মীয় নিয়মিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন অথবা, তারা আপনার নিচ্ছে! ঘরে বা পরিবারে অসুস্থ রোগী থাকলেও খবর নেয়া বা সেবাযত্ন করার মতো সময় বা মানসিকতা কোনোটাই তাদের নেই। তথ্য প্রযুক্তি পারিবারিক বন্ধনগুলোকে ঢিলে করে ফেলেছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই স্বামী স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি, সন্তান বাবা-মায়ের প্রতি, বাবা-মা সন্তানের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার বন্ধন থেকে দূরে সরে আসছে। স্মার্টফোন আসক্তির ফলে সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের আচরণ বদলে যাচ্ছে। শিশুরা নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষার শিকার হচ্ছে। এটি মাদকের মতো জীবন ও পরিবারের বন্ধনকে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনের মতো যখন প্রযুক্তির আধিক্য ছিলো না, তখন পরিবারগুলোর মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন ছিলো। ছিলো স্নেহ-আদর-ভালোবাসায় ভরা। আর ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন পরিপূর্ণ ছিলো; কিন্তু বাস্তবে এখন আর সেরকম দেখা যায় না। ফোনের আসক্তি সম্পর্কগুলোর বন্ধনকে আলগা করে দিচ্ছে। আমাদের পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো, ভালোবাসার বন্ধনে জড়ানো, যা' পশ্চিমা দেশগুলোতে নেই। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার মতো আমাদের পরিবার বা সমাজব্যবস্থা নয়; কিন্তু আমাদের সেই ঐতিহ্য, সেই পারিবারিক বন্ধন ধীরে ধীরে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা হারিয়ে যাচ্ছি কালের গর্ভে। বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদু-দিদিমা, মামা-মামী, কাকা-কাকী, পিসা-পিসিসহ স্বজনদের সবার মধ্যে, এমনকি প্রতিবেশিদের মধ্যেও একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। সবাই নিজেদের

মধ্যে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতো। একজনের বিপদে অন্যজন পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। আজকাল এই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কগুলো আর তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবারের সবার সঙ্গে হাসি-আনন্দ ভাগাভাগি করার চেয়ে স্মার্টফোনের মধ্যে ডুবে থাকতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এর ফলে পরিবারের অন্য সদস্যদের চেয়ে প্রবীণ সদস্যরা একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভুগছেন বেশি; সেই সাথে শিশুরাও। তাছাড়া সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের সময় না দেয়া। বাবা-মা ব্যস্ত থাকেন চাকরি বা ব্যবসার কাজে। কিছু বাবা-মা তার চঞ্চল শিশুকে অন্য কোনো উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অগত্যা মোবাইল দিয়ে বসিয়ে দেন। আবার অনেক মা তার সন্তান খেতে না চাওয়ায় মোবাইল ফোন হাতে দেন। তারা ইউটিউবে গান শুনতে শুনতে, কার্টুন দেখতে দেখতে খায়। সুতরাং অভিভাবক নিশ্চিন্ত হন। বিনা ঝামেলায় বাচ্চারা এখন পেটপুরে খায়। শিশুদের অতিরিক্ত ফোন আসক্তির কারণে শিশু পরিবারের সাথে গল্প-গুজব করা, প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়া, সবার সঙ্গে মিশতে পারার দক্ষতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। এই চিত্র হরহামেশা শহরে লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া অতিরিক্তভাবে, মোবাইল ফোনের আসক্তি আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ, ব্যক্তিরা মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার পরিবর্তে ভার্চুয়াল সংযোগের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হতে পারে। সত্যিকারে যোগাযোগ সক্ষম করা সত্ত্বেও, মোবাইল প্রযুক্তি সামাজিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে অবদান রাখতে পারে।

মানুষ অলস পড়ছে : তথ্য প্রযুক্তিতে সময় দিতে দিতে মানুষ অলস সময় কাটায়। কাজে মনোযোগ দিতে পারে না। শারীরিক অলসতায় ডুবে থেকে এসব যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে প্রযুক্তির দাস বানিয়ে দিচ্ছে। এতে মানুষ ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এসব প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আর এতে অনেকেই বিষণ্ণতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। 'সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন মোবাইল ফোনকে সিগারেটের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে'-এ কথা বলার সময় দ্রুতই চলে আসছে। তবে এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিশুরাও পিছিয়ে নেই; যদিও সেখানে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক তেমন সক্রিয় না থাকায় শিশুরা অ্যাপস ডাউনলোড সবসময় না দিতে পারলেও মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেইম খেলা, গান শোনা, কার্টুন দেখার প্রতি আসক্তি দেখা যায়। ফোনে নিত্যনতুন ভিডিও, গেইম পাওয়ার ফলে মাঠে খেলার প্রতি আগ্রহ তেমন দেখা যায় না। তাই তারা ধীরে ধীরে অলস হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য : এক শ্রেণীর অসামাজিক মানুষ ওরা। অন্যের ক্ষতির জন্যে সময় সুযোগ খুঁজে ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হ্যাক করে অন্যের মূল্যবান তথ্য হাতিয়ে নিয়ে ক্ষতি করে থাকে। হ্যাকারদের কারণে অনেকে ব্যাংকের টাকা হারিয়েছেন। মূল্যবান তথ্য ও একাউন্টের সব তথ্য হারিয়েছেন ও সমূহ ক্ষতির শিকার হয়েছেন।

কম্পিউটারে ভাইরাস ছড়ানো : বর্তমানে কাজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো কম্পিউটার। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষজন ভাইরাস ছড়িয়ে নিজেদের অর্থের সম্পদ বাড়িয়ে নিচ্ছে। আর গরীবদের সম্পদ নষ্ট করে তাদেরকে আরো গরীব বানিয়ে দিচ্ছে।

গোপনীয়তা প্রকাশ হয় : একটু একটু করে তথ্য প্রকাশ করতে করতে গোপনীয় সব তথ্যই প্রকাশ হয়ে যায় একজন মানুষের। এতে হঠাৎই একজন মানুষের সব তথ্য নিজের অবস্থান থেকে বের হয়ে যায়। ফলে কেউ কেউ সেই তথ্য সংগ্রহ করে ক্ষতির পরিকল্পনা করে থাকে। এই গোপন তথ্য প্রকাশ হওয়ার কারণে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। অবশ্য মানুষ বেখেয়ালে নিজের তথ্যগুলো প্রকাশ করে থাকে। মানুষ চিন্তাও করে না যে এর মাধ্যমে তার ক্ষতি হতে পারে। মোবাইল ডিভাইসের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার সাথে, গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো আরও প্রচলিত হয়ে ওঠেছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়।

আসক্তরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয় : বিশেষ করে শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ অভিভাবকসহ শিক্ষকরাও করে থাকেন। 'হায় হায় অধঃপতনে যাচ্ছে' এমন রব শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। প্রায় সবসময়ই তাদেরকে মোবাইল হাতে নিয়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা অভিভাবকরা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সুবিধাসহ ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছি। বর্তমান প্রজন্ম এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অবুঝ সন্তানরা লেখাপড়ার চেয়ে সিনেমা, গান, সিরিয়াল, টিকটক, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি ক্ষতিকর বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের কোনো বই পড়তেই চায় না। কেননা তাদের সেই মনোযোগটা হারিয়ে গেছে অমনোযোগিতার কারণে। কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা আর অগের মতো ভিড় জমায় না। বইপড়ার চেয়ে স্মার্টফোনের দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি। পড়াশোনার দিকে তাদের আগ্রহ কমে যাওয়ায় জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে না। যদিও গাদা গাদা ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাড় হলেও চাকরির বাজারে তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি : শুধু শিশু কেন, সবশ্রেণীর মানুষই অনেকক্ষণ কম্পিউটার বা ফোন স্কিনের দিকে চাওয়ার দরুন চোখের ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় শোনা যায়, চোখের ডাক্তাররা বলে থাকেন বর্তমানে মানুষের চোখের সমস্যা হচ্ছে স্কিনের দিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকার কারণেই চোখের ক্ষতি হচ্ছে। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখবো যে, 'চশমা শিশু' চারিদিকে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ, দুই যুগ আগেও শিশুদের এমন পরিসংখ্যান দেখা যেতো না। বর্তমানে চোখের চশমা নেয়া শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়ও ফোনে নিমগ্ন থাকায় পথেঘাটে কত অঘটন ঘটছে তার হিসাব নেই। গাড়িচালকরা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছেন। আইন করে নিষিদ্ধ করা হলেও এ আইনের কোনো কার্যকারিতা নেই। সেই সাথে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট কিংবা ল্যাপটপ এখন কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি ফ্যাশনের জন্যেও প্রচুর ব্যবহৃত হলেও মনে রাখতে হবে, এসবের অতিরিক্ত ব্যবহার শরীর ও মনের জন্যে ক্ষতিকর। তাছাড়া বাবা-মায়েরা সন্তানকে শান্ত রাখতে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোনসহ নানা ধরনের দামী গেজেট। এতে একদিকে যেমন বাবা-মায়েরা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনি তারা এটাকে আভিজাত্যের অংশ মনে করেন। আবার অনেকেই আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন; কারণ তার সন্তান ইন্টারনেট থেকে সব তথ্য, অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারে এবং খুব ভালো গেইম খেলতে পারে। শিশুদের হাতে মোবাইল ফোনসহ কোনো ইলেকট্রনিক্স গেজেট দেয়া উচিত নয়। এতে চোখের ক্ষতিসহ নানা রোগের জন্ম হয় শিশুদের শরীরে। মোবাইলের প্রতি আসক্তি শিশুদের সামাজিক দক্ষতা নষ্ট করছে। ফলে তৈরি হয় শিশুদের নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা। এ ছাড়া প্রযুক্তির এ আসক্তি শিশুদের জীবনে বড় ধরনের দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে। দীর্ঘসময় মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখার ফলে শিশুর চোখের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আবার দীর্ঘ সময় বসে থাকতে শিশুর স্থূলতাও বেড়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে শিশুর কল্পনাশক্তিও। ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে।

অনলাইনে প্রতারণা বৃদ্ধি : তথ্য প্রযুক্তির কারণে প্রতারণা বেড়ে গেছে। প্রতারকের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। নৈতিক স্খলিত মানুষ নিত্যনতুন কৌশল বের করে প্রতারণা করেই যাচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশে সহজে টাকা পাঠানো, ঘরে বসে অনলাইন, শপিং সুবিধাজনক হলেও প্রতারণাও কম হচ্ছে না। অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে অনেকে ভোক্তাদের বিভিন্নভাবে প্রতারিত করছে। অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়ে অনেকেই সম্মান হারানোর পাশপাশি মূল্যবান সম্পদও হারিয়েছেন॥ ৯

চট্টগ্রামের দিয়াং-এ মা মারীয়ার তীর্থ ও ঈশ্বরের সেবক ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপান্তে সিএসসি এর অবদান

এলড্রিক বিশ্বাস

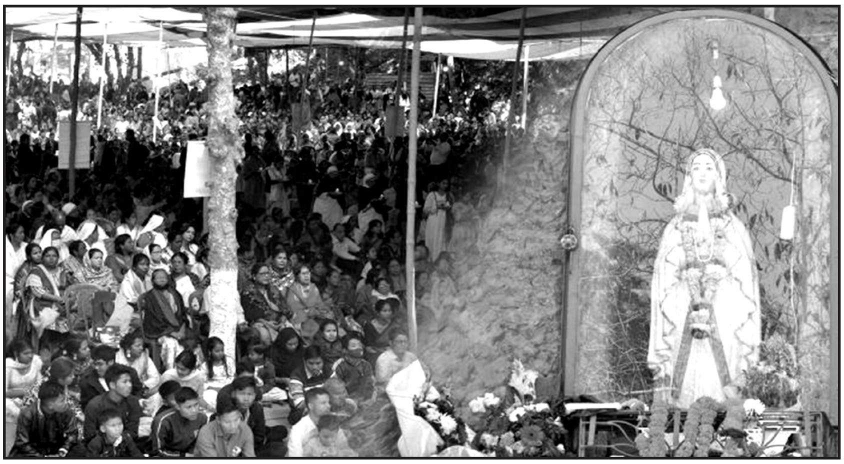

বীর চট্টলা নানা রূপে আমাদের কাছে পরিচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। এখানে নদী যার নাম কর্ণফুলী, হালদা, আছে সমুদ্র সৈকত পতেঙ্গা আর বঙ্গোপসাগর জুড়ে, আছে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার, সাথে সীতাকুণ্ডের পাহাড়, চট্টগ্রাম শহরে বাটালী হিল, ডিসি হিল, আরো বিনোদন কেন্দ্র। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য আছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আছে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা।

স্রোতস্রিনী চট্টগ্রাম সব সময় চলমান। চট্টগ্রামে আসার জন্য বাংলাদেশের সব স্থান থেকে সহজেই আসা যায়। যোগাযোগ মাধ্যমে খুবই ভাল। ট্রেনে, বাসে, পেনে এমন নদীপথেও চট্টগ্রামে আসা যায় একটু সময় নিয়ে। আভ্যন্তরীণ বিমান যোগে ঢাকা গিয়ে বিদেশে সহজেই যাওয়া যায়।

এই চট্টগ্রামেরই একটি এলাকা আনোয়ারার দিয়াং এ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাতা মেরীর অনুগ্রহ লাভের নিমিত্তে তীর্থ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবছর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি মরিয়ম আশ্রম দিয়াং এ অনুষ্ঠিত হবে তীর্থানুষ্ঠান। হাজার হাজার ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয় মায়ের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভের জন্য। মায়ের গ্রটোতে আসে প্রার্থনা জানাতে, মানত দিতে, ধ্যান করতে, মনের কথা জানাতে।

দিয়াং এ মা মারীয়ার তীর্থ শুরু করেন ১৯৭৪ এ প্রস্তুতি নিয়ে নমস্য ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপান্তে সিএসসি। বাংলাদেশ মণ্ডলীর গঠন, আধ্যাত্মিক পরিচর্য্যা ও সমাজ কর্মের জন্য ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপান্তে সিএসসি ভাতিকান থেকে সাধু হওয়ার প্রাথমিক ধাপ ঈশ্বরের সেবক হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

বাংলাদেশে দুই জন ঈশ্বরের সেবক হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন, অপরজন হলেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দিয়াং কে মা মারীয়ার তীর্থ স্থান হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রথমে মা মারীয়ার তীর্থে অংশগ্রহণকারী ৫০০/১০০০ খ্রিস্টভক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে দেশ-বিদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৮/১০ হাজারের কাছাকাছি। একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে দুই দিনের জন্য মা মারীয়ার তীর্থ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর তীর্থের মূলভাব সময়োপযোগী চিন্তায় নির্ধারণ করা হয়। এ বছরের (২০২৪) মূলভাবঃ মায়ের অনুরোধঃ যাচাই করে দেখ উনি কি বলেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের একটি স্মৃতি। ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপান্তে, সিএসসি প্রতি ১/২ পর পর তিনি তাঁর হাতে গড়া পালিত সন্তানদের নিয়ে প্রীতি সমাবেশ করতেন। আমার সুযোগ হয়েছিল যোগদানের ঐরূপ একটি সমাবেশে। আমাদের পাড়ার রাসমোহনের পরিবার ছিল ব্রাদার ফ্লেভিয়ানের ছাত্র ছাত্রী ও পরে দম্পতি। ঐ পরিবারের সাথে দিয়াং গিয়েছিলাম। সারাদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পুনর্মিলন, মত বিনিময় সভা, আলোচনা পর্ব, আহার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়ন। নাটকটির নাম ছিল রাস্তার ছেলে। নাটক শেষে ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপান্তে সিএসসি ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। কারণ তাঁর জীবনের চলমান ধারার সাথে নাটকটির দৃশ্যপট মিশে গিয়েছিল।

ব্রাদার ফ্লেভিয়ান শত শত অনাথ ছেলে মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে, পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করেছেন, যারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আমার মনে আছে - আমাদের সবাইকে লাউক্যা মাছের তরকারী দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। ঐ মাছ ব্রাদার নিজে ধরেছিলেন বঙ্গোপসাগরে গিয়ে কালিদহ ফিশিং প্রজেক্টের বোটে করে গিয়ে। অসম্ভব সাহসী একজন ব্রাদার ছিলেন তিনি, নিজের দোনালা বন্দুক নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেন, যেন ডাকাতরা মাছ ডাকাতি করতে না পারে।

কথিত আছে ব্রাদার ফ্লেভিয়ান স্বপ্নে মা মারীয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং মায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে তৈরী করেন একটি গ্রটো। তিনি বিদেশ থেকে মা মারীয়ার স্ট্যাচু এনে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে স্ট্যাচুটি দিয়াং মরিয়ম আশ্রমে স্থাপন করেন। পরে মোমবাতির আগুনে স্ট্যাচুটি ভস্মীভূত হয়। বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি বর্তমান স্ট্যাচুটি বানিয়ে দেন।

দিয়াং এ অনুষ্ঠিতব্য তীর্থে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৭/৭৮ খ্রিস্টাব্দের সময় শুধু এক দিনের অনুষ্ঠান হত। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মা মারীয়ার তীর্থ উপলক্ষে খ্রিস্টযাগ শেষে সকলেই ব্রাদার ফ্লেভিয়ানের সাথে কুশল বিনিময়ের পর বিদায় নিতো। আমরা অংশগ্রহণকারীরা পাথরঘাটা বা অন্যান্য স্থান থেকে প্রথমে যেতাম চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের আগে কয়লার ডিপো। সেখান থেকে নৌকায় স্রোতের মধ্যে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে দিয়াং এর ঘাটে পৌঁছাতাম। সেখান থেকে প্রায় এক মাইল পথ হেটে দিয়াং এর তীর্থ স্থানে মা মারীয়ার গ্রটোতে আসতে হত। আবার সেইভাবে ফেরত যেতে হত। এখন মা মারীয়ার অনুগ্রহের জন্য যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। দিয়াং এর রাণী মা মারীয়া, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর ও কৃপা, আশীর্বাদ দান কর। আমেন। ৯

স্বপ্ন-কথার একুশে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একুশের সকাল। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে আছে শাহবাগ এলাকা। বারডেম পিছনে ফেলে রমনা পার্ক এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখান দিয়ে যে পথ চলে গেছে সোজা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট এবং মৎস্য-ভবনের দিকে, স্বপ্ন ও কথা তা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কথা পড়েছে লালপেড়ে সবুজ জামদানি। স্বপ্নের গায়ে সবুজ পাঞ্জাবি এবং সাদা পাজামা।

কাছেই সারি সারি ফুলের দোকান। আজ শাহবাগ এলাকা ফুলে ফুলে একাকার হয়ে গেছে। ক্রেতার অভাব নেই। নানান রঙের ফুলের পসরায় প্রজাপতির মতো, ক্রেতারাও যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এখানে। স্বপ্ন ও কথা এগিয়ে গিয়ে দু'জনে গোলাপের দু'টি তোড়া বেছে নেয়। স্বপ্ন মূল্য পরিশোধ করে। উভয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হাতের বাম দিকে রেখে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে তারা। ডান দিকে জাতীয় যাদুঘর। তাদের উল্টোদিকে লোকজন আসছে কম। তবে স্বপ্ন-কথার মতো আরও অনেকেই একই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পায় পায়। ডান দিকে পাবলিক লাইব্রেরি এবং চারুকলা এলাকাও কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। সেদিকে। যাচ্ছেই বেশি রাজু-ভাস্কর্য এবং শিক্ষক-ছাত্র-মিলনায়তনের দিকে। তারাও এ দু'টো স্থাপনা বামে রেখে এগিয়ে যায়। ডাইনে মধুর-ক্যান্টিন। সোজা এগিয়ে গেলে জগন্নাথ-হল। স্বপ্ন-কথাকে ওদিকে যেতে হয়নি। তারা চলছে চলমান মানুষের সাথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সকলের কণ্ঠে ধ্বণিত হচ্ছে। স্বপ্ন-কথাও সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কথা বলে, এই স্বপ্ন, তোমার পায়ের চটিজুতা খুলে হাতে নাও।

-ও তাই তো! ধন্যবাদ কথা।

স্বপ্ন তার পাদুকাজোড়া খুলে উপুড় হয়ে হাতে তুলে নিল। কথাও অনুরূপ করে। কথার হৃদয়ে কবি শামসুর রাহমানের কবিতার 'আদিগন্ত নগ্নপদধ্বনি' পঙক্তিমালা নতুন ক'রে অনুরণিত হয়। কথা নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয় প্রভাতফেরীর কাতারে।

স্বপ্ন-কথা দু'জনই দারুণ উদ্বেলিত। বিশেষ ক'রে কথা। সে বাংলা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে। স্বপ্নের সেই সুযোগ হয়নি। স্বপ্ন বুঝতে পারছে, কথা ফিরে গেছে তার অতীতের সেই সোনালী দিনগুলোতে।

দলে দলে সারিবদ্ধ হয়ে লোকজন যাচ্ছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে। শহীদ মিনারে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত পথেই হাঁটছে তারা। তাদের ইচ্ছা, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ক'রে তারা যাবে বাংলা একাডেমি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বইমেলায়। স্বপ্ন-কথা এবারই প্রথম একসাথে একুশের বইমেলায় যাবে। এটি তাদের জন্য অভূতপূর্ব এক অনুভূতি। তারা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ক'রে প্রথম যাবে বাংলা একাডেমির মূল মঞ্চের দিকে। সেখানে অগণিত কবিদের সমাগমে কবিতা আবৃতির পর্ব হওয়ার কথা।

শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নিচে স্থাপিত মঞ্চ থেকে মাইকে কবিতা আবৃতি, সঙ্গীত এবং ধারাবর্ণনা চলছে। লোকে লোকারণ্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ। মানুষজন অন্যরকম অভিব্যক্তি নিয়ে আজ সমবেত হচ্ছে এখানে। শিশু। কিশোর। যুবা। নারী। পুরুষ। এমনকি বয়ঃবৃদ্ধ নারী পুরুষও আসছেন ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

স্বপ্ন-কথা দু'জন তারা অন্যদের সাথে এগিয়ে যায়, শহীদ মিনারের মূল বেদীর কাছে। এখানে প্রচণ্ড ভিড় লেগে আছে। শুধু ভিড় নয়। ধাক্কাধাক্কিও সাথে। স্বপ্ন ও কথার পক্ষে, নিজেদের ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনে শহীদ মিনারের দিক থেকে অনেক টিভি ও সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ভিড় সামলাতে তৎপর। তাদের অনেকে জমাকৃত ফুল নিয়ে মিনারের পাদদেশে অঙ্কিত আলপনায় সাজিয়ে রাখছে। স্বপ্ন-কথা লক্ষ্য করে, ইতোমধ্যেই ফুলে ফুলে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে শহীদ মিনার চত্বর।

কোনক্রমে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ক'রে স্বপ্ন-কথা বেরিয়ে আসে শহীদ মিনারের মূল এলাকা থেকে। স্বপ্ন দেখে, কথা বার বার শাড়ির আঁচল দিয়ে তার দু'চোখ মুছছে।

-এ্যাই কথা। এ্যাই! কী হয়েছে তোমার?

কিছুই বলছে না কথা। কথার হাত ধরে দাঁড়ায় স্বপ্ন।

-দেখি! দেখি! কী হয়েছে তোমার?

-না। কিছু না।

-না বললেই হল? কী হয়েছে তোমার কথা?

-বললাম তো, কিছু না।

-আমি জানতে চাই তোমার চোখে পানি কেন?

-কই না তো!

-দেখলাম বার বার তুমি তোমার শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে যাচ্ছিলে। এই তো, এখনও তোমার দু'চোখ লাল দেখাচ্ছে!

-এমনি এমনি চোখে পানি এসেছে স্বপ্ন।

-না কথা! তুমি আমাকে বল, এমন কী হয়েছে তোমার। তুমি কাঁদছিলে কেন?

-কই? আমি কাঁদিনি তো!

-তবে চোখে পানি কেন?

-আমি জানি না, স্বপ্ন। তুমি আমাকে আর প্রশ্ন করো না, প্লীজ!

এবার স্বপ্ন দেখে, সত্য সত্যই কথার দু'চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসছে।

-কথা। আমাকে বল। কোন পোকা ঢুকেছে চোখে? আচ্ছা চল। সামনের ওই ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াই।

তারা এগিয়ে যায়। কথার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে স্বপ্ন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কথা। এবার বল।

-স্বপ্ন! আমার শহীদ মিনারের আজকের এই চিত্র দেখে সত্যই আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি। আহা! কতদিন পর আবার এই শহীদ মিনারে এসেছি! তুমি বলতে পারো, এসময় আমি ফিরে গিয়েছি, আমার সেই দিনগুলোতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন ছিলাম, বেশ কয়েকবার এই একুশের দিন ওদের মতো, আমিও স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সারাদিন কাটিয়েছি শহীদ মিনারে! কোথায় হারিয়ে গেছে, আমার সেই সোনালী দিনগুলো! এই তো আমার এই শহীদ মিনার! আমি বলছি, আমার শহীদ মিনার! তুমিও বলতে পারো, এই শহীদ মিনার তোমার। এত আবেগের, এত কান্নার ফল তোমার আমার এই শহীদ মিনার! আমাদের সকলের শহীদ মিনার!

-কথা! দেখ। তোমার কান্না দেখে আমিও নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না!

-স্বপ্ন। শুধু বায়ান্ন কেন? একাত্তরেও বাঙালি আমরা ছুটে এসেছি এই শহীদ মিনারের কাছে।

-সত্য বলেছ কথা! বাঙালির এবং দেশের সকল দেশপ্রেমিক মানুষের আবেগের প্রতীক এই শহীদ মিনার। এই শহীদ মিনার, আমাদের দিয়েছে শৃঙ্খলমুক্ত মায়ের ভাষা। দিয়েছে লাল-সবুজ পতাকা এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ!

-স্বপ্ন। আমি দেখেছি জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া'। দেখেছি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও অনেক চলচ্চিত্র। প্রতিবাদী বাঙালি

সোচ্চার কণ্ঠে সম্মিলিত হয়েছে আমাদের এই শহীদ মিনারের পাদমুলে। তুমি তাকিয়ে দেখ স্বপ্ন। মাতৃস্নেহে আপ্লুত অবনতমস্তকে দুঃখিনী দেশমাতৃকা! পাশেই তার শহীদ সন্তান! তাঁরা সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার! এই শহীদ মিনার আমাদের ভাষার প্রতীক! আমাদের দেশের প্রতীক! আমাদের দেশের আপামর জনমানুষের আবেগের এবং মননের প্রতীক!

-হ্যাঁ কথা। আমি জানি। তুমি আমার মনের কথাই বলেছ। এবার চল। আমরা বইমেলায় যাই।

কথার হাতে হাত রেখে স্বপ্ন এগিয়ে যায় সামনের দিকে। একসময় তারা দোয়েলচত্বর ডাইনে রেখে বাংলা একাডেমির কাছে এসে দাঁড়ায়। কথা লম্বা শ্বাস নেয়। সে উচ্চারণ করে, 'আহা! কী নৈসর্গিক পরিবেশ!'

-স্বপ্ন!

-বল কথা।

-দেখ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ওই দিকটাতে।

-হ্যাঁ। দেখেছি। এখন উদ্যানের ওদিকেই সমাগত মানুষের ভিড় বেশি। উদ্যানের ভিতর বইমেলা তার ব্যাপ্তি প্রসারিত করে নিয়েছে।

-আরও দেখ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ওই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, 'স্বাধীনতা-স্তম্ভ'! তারও উত্তরে 'শিখা চিরন্তন'! যেখানে দাঁড়িয়ে একাত্তরের সাত মার্চ বঙ্গবন্ধু লাখ জনতার সামনে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। অগণিত মানুষের সমাগম ঘটেছে আজ!' কথা বলে, 'দেখেছো স্বপ্ন! আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কী অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এখানে! একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শহীদ মিনার। বাংলা একাডেমি। ভাষাআন্দোলনের পবিত্র অঙ্গণ। এবং অন্যদিকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বলতে পারো, আমাদের ভাষা আন্দোলনের এবং মহান স্বাধীনতার সূতিকাগার এই এলাকা!' বায়ান্নতে রক্ত দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। একাত্তরে এক সাগর রক্তের পথ পেরিয়ে এ পর্যন্ত আমরা 'চির উন্নত শির' বাঙালি, আমাদের মুক্ত বাংলা ভাষা ও স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে এগিয়ে এসেছি। এবং এগিয়ে যাবো সামনে। বিশ্ববাসী দেখেছে। আরও দেখবে। সকলেই স্বীকার করবে এবং বলবে,

'সাবাস বাংলাদেশ!
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়!
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়!'

কথার টানা উচ্চারণ শুনে যায় স্বপ্ন। একরাশ মুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে।

স্বপ্ন-কথা দু'জনই হাঁটে। বাংলা একাডেমীর মূল প্রবেশপথের সামনে যেয়ে স্বপ্নের হাত টেনে দাঁড়ায় কথা। কথা আবার বলে,

-শোন স্বপ্ন। আমি মনে করি, শুধু ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বইমেলাই নয়। এখানে এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত হতে পারে তিন মাস ব্যাপী বাঙালির প্রাণের মেলা!

-তিন মাস ব্যাপী! তুমি কি বলতে চাও, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং

-এবং এপ্রিল মাস। হ্যাঁ। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ভাষাশহীদের স্মরণে 'বইমেলা'। মার্চ মাস জুড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে 'বই ও সাংস্কৃতিক মেলা'। এবং এপ্রিল মাস জুড়ে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে 'লোকজ-উৎসব'। এখানে অনুষ্ঠিত হতে পারে বৈশাখী মেলা। লাঠি খেলা। যাত্রা পালা। জারি, সারি। বসতে পারে বৈঠকি গানের আসর। এখানে করা যায় আমাদের লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। দেশের নৃ-গোষ্ঠির এবং প্রান্তিক পর্যায়ের সকল মানুষের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ থাকবে এখানে। ঢাকায় অবস্থানরত দেশি-বিদেশি সকলেই প্রত্যক্ষ করবে আমাদের এই সাংস্কৃতিক আয়োজন। স্বপ্ন তুমি, কী বল?

-হ্যাঁ কথা! সবই সম্ভব! তা তোমার এই প্রস্তাব কোথায় পৌঁছে দেয়া যায়?

-আমি পত্রিকায়, সামাজিক মাধ্যমে লিখবো। আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে এখানে এই চিত্রই দেখতে পাবো!

-তোমার স্বপ্ন সফল হোক। শুভকামনা রইল। শোন কথা। চল, সামনের দিকে যাই আমরা। প্রথমে যাই বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানে। আগে এ দিকটা ঘুরে তারপর যাবো উদ্যানের দিকে। তবে হ্যাঁ, তোমার সখের চটপটি আর পিঠার কথা কিন্তু ভুলো না লক্ষ্মীটি!

এতক্ষণ পর কথার চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

-জানো স্বপ্ন। আমার কষ্ট এখানেও। আর একদিন পরই আমরা উড়াল দেবো আমেরিকার উদ্দেশে। অন্ততঃ বার দুই বইমেলায় আসতে পারলে তৃপ্তি পেতাম। কী বল?

-এবার তো আর সম্ভব নয়। সেই সময় আমাদের নেই। আগামী বছর পুরো ফেব্রুয়ারি থাকবো আমরা বইমেলায়। ঠিক আছে? হয়তোবা অদূর ভবিষ্যতে টানা ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল মাস জুড়ে!

-তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তা, তোমার মনে থাকবে তো?

-থাকবে গো। থাকবে।

স্বপ্ন-কথা দু'জন এগিয়ে যায় বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান-মঞ্চের দিকে॥ ৯০

আমি কে?

মিল্টন রোজারিও

যিশু খ্রিস্টেতে বিশ্বাসী আমি
বাইবেলের বাণী বিশ্বাস করি,
ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা
যেন যিশুতে আমি মরি।

যিশুই আমার পথ প্রদর্শক
সত্য জীবনের আলো,
তারই পথে চলি যদি
হৃদয়টা হবে না কালো।

বিশ্বাস আমার মেরুদণ্ড
সেই বিশ্বাসে থাকি অটল,
কারো কথায় টলিনা আমি
নই অল্প বিশ্বাসীদের মত দুর্বল।

বন্ধু আমার রাম-লক্ষণ
আক্কাস-সালাম-রহমান,
ঈদে গিয়ে কোলাকুলি করি
পূজাতে করি প্রণাম।

মাছ ধরলে জেলে হলে
চাষ করলে হই চাষা,
মানুষ আমরা সবাই রে ভাই
বাংলা মায়ের ভাষা।

কেউ কেউ বলে জাত গেলো ভাই
ঈদে কোলাকুলি করেছো তুমি,
দুর্গা পূজার প্রসাদ খেয়েছো
ধর্মের বাজারে সত্য রয়েছি আমি।

ওরে ভন্ড ওরে পাতকি
ওরে মূর্খ বক,
হৃদয়টা তো তোর পাপে ভরা
আগে হৃদয়টা ছাপ কর।

পূজা দেখলে পূজারী হবে
ঈদে গেলে মুসলমান,
খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এতো ঠুনকো নয় রে
যার আছে মজবুত ঈমান।

শান্তি রাজের শান্তি রাখো
বিশ্বাস আর কাজে কর্মে,
হিংসা করে অশান্তি করো না
অবুঝের মত নিজ ধর্মে॥

ছোটদের আসর

ভালোবাসা ও সময়

ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

একবার ভালোবাসা, সৌভাগ্য, অহংকার, দুঃখ ও সুখ ছুটি কাটাতে উপকূলীয় একটি দ্বীপে গেল। সেখানে তারা প্রত্যেকেই বেশ আনন্দে ছিল। হঠাৎ আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত ঘোষণা করা হলো এবং প্রত্যেককে দ্বীপ ছেড়ে যেতে বলা হলো।

এ ঘোষণায় সবার মনে আকস্মিক ভীতির সঞ্চার হলে তারা তাদের নৌকা দিয়ে পড়িমরি করে নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটল। এমনকি যাতায়াতের জন্য অকেজো নৌকাগুলো তাড়াতাড়ি করে মেরামত করা হলো। কিন্তু ভালোবাসা দ্রুত পালিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। সেখানে অনেক কিছু করার ছিল। কিন্তু আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হলো তখন ভালোবাসা বুঝল যে, এখন যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু হায়! সেখানে কোন নৌকাই ছিল না। ভালোবাসা আশা নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ঠিক সেই মুহূর্তে সৌভাগ্য বিলাসবহুল নৌকাতে চড়ে পার হচ্ছিল। ভালোবাসা চিৎকার করলো, সৌভাগ্য, দয়া করে আমাকে কি তোমার নৌকায় নিবে? 'না' সৌভাগ্য জবাব দিল, আমার নৌকা মূল্যবান সম্পদ, সোনা এবং রুপোতে পরিপূর্ণ। সেখানে তোমার জন্য কোন জায়গা নেই।

এর কিছুক্ষণ পর অহংকার সুন্দর একটি নৌকায় করে যাচ্ছিল। ভালোবাসা আবার চিৎকার করে বলল, আমাকে কি সাহায্য করবে, অহংকার? আমি অসহায়, আমাকে ওঠাও। দয়া করে আমাকে তোমার সাথে নাও। অহংকার গর্বের সাথে জবাব দিলো, না, আমি তোমাকে আমার সাথে নিতে পারি না। তোমার পায়ের কাদায় আমার নৌকা ময়লা হবে।

কিছু সময় পর দুঃখ নৌকা দিয়ে যাচ্ছিল। ভালোবাসা আবার সাহায্যের জন্য ডাকল। কিন্তু তার এ অনুরোধ বৃথা। দুঃখ বলল, না, আমি তোমাকে আমার সাথে নিতে পারি না। আমি খুব দুঃখিত। আমি একাই থাকতে চাই।

এর কিছুক্ষণ পর সুখ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ভালোবাসা পুনরায় সাহায্য চাইল। কিন্তু সুখ এত আনন্দিত ছিল যে, সে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে নি। ভালোবাসা ক্রমেই অস্থির ও হতাশ হলো। এর খানিকক্ষণ পর কোন একজন ডাক দিলো, ভালোবাসা, এসো আমি তোমাকে আমার সাথে নিব। ভালোবাসা জানত না, কে তার প্রতি এত দয়ালু। ভালোবাসা নৌকার মধ্যে লাফ দিয়ে উঠল এবং আশ্বস্ত হল যে, সে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছবে। নৌকা থেকে নেমে ভালোবাসা জ্ঞানের দেখা পেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভালোবাসা জিজ্ঞেস করল, জ্ঞান, তুমি কি জান, যখন কেউ সাহায্যের জন্য রাজি ছিলনা, তখন কে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল?

জ্ঞান হাসল, ওহ! সেটি ছিল সময়। ভালোবাসা জিজ্ঞাসা করল, সময় কেন আমাকে তার সঙ্গে নিল এবং আমার প্রাণ বাঁচাল? জ্ঞান হেসে উত্তর দিল, কারণ একমাত্র সময়ই জানে তোমার মহত্ত্ব এবং তোমার ক্ষমতা। শুধুমাত্র ভালোবাসাই পারে পৃথিবীতে শান্তি ও অশেষ আনন্দ আনয়ন করতে।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হচ্ছে, যখন আমরা বিত্তবান তখন আমরা ভালোবাসাকে উপেক্ষা করি। আমরা যখন নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তখন আমরা ভালোবাসাকে ভুলে যাই। যখন আমরা সুখে থাকি, দুঃখে পড়ি, তখন আমরা ভালোবাসার কথা ভুলে যাই। শুধুমাত্র সময়ের পরিক্রমায় আমরা ভালোবাসার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। তবে কেন এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা? কেন ভালোবাসাকে আজ এ মুহূর্তে তোমার জীবনের একটি অংশ করে নিচ্ছে না?

সংগ্রহ: গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা ১ম খণ্ড

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

বেঁচে থাকার আনন্দ গান

যিশু বাউল

বেঁচে থাকা
সেতো তোমারই মহিমার জন্য
কথা বলা
সেতো তোমারই নাম ঘোষণার জন্য।

সময়ে-অসময়ে গান গাওয়া
সেতো তোমারই স্তব-স্তুতির জন্য
সুরের সাধনায় জপ করা
সেতো তোমারই প্রশংসার জন্য।

পথ চলার আনন্দময় ছন্দ
সেতো তোমারই নন্দিত নামের জন্য
দিবস নিশিতের কর্ম-যজ্ঞ
সেতো তোমারই নাম-মহিমার জন্য।
সকল-সাধন-ভজন
সেতো তোমারই নাম কীর্তনের জন্য
নীরব-নিভৃতে বসে থাকা
সেতো তোমারই নীরব উপস্থিতির জন্য।

বন্ধুত্ব সুসম্পর্ক গড়ে তোলা
সেতো তোমারই ভালোবাসা
প্রকাশের জন্য
আমার অস্তিত্বের সর্ব সত্তা জুড়ে
শুধু তোমারই মধু নামের স্পর্শে।

তুমি আছো, আমি আছি
এই মহাসত্য ধ্যানে, বেঁচে আছি ভূমণ্ডলে
ভব-সংসারের যাত্রা পথে
তোমারই স্পর্শ ও করুণা লভি প্রতিক্ষণে
শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুরণে, বেঁচে থাকার আনন্দ গানে॥

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মধ্য ভিকারিয়া সভা অনুষ্ঠিত

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ■ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মুণ্ডুমালা ধর্মপল্লীতে মধ্য ভিকারিয়ার বাৎসরিক প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাণ্ডলিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় ওঠে আসে। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মধ্য ভিকারিয়ার সকল ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মপল্লীতে বাণীপাঠক ও বেদীসেবা দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা সমন্ধে আলোচনা করা হয়। ফাদার উইলিয়াম বলেন, পালকীয় সেবাকাজ বৃদ্ধিতে আমাদের ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে বাণীপাঠক ও বেদীসেবার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ক্যাথিড্রালে ইতিমধ্যে বাণীপাঠক ও বেদীসেবার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তা অনুশীলন করা হচ্ছে। ধর্মপল্লীতে বাণীপাঠককে প্রস্তুতি নিয়ে পাঠ করতে হয় এবং নির্দিষ্টস্থানে পাঠক আসনগ্রহণ করেন।

মধ্য ভিকারিয়ার ধর্মপল্লীগুলোর প্রধান একটি সমস্যা মিশ্র বিবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও মিশ্র বিবাহ বিষয়ে বলেন, এটি একটি জটিল বিষয়। আন্তঃধর্মীয় বিবাহ কোন সংস্কার নয়। মাতামণ্ডলি ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও ব্যক্তি জীবন এবং মর্যাদা রক্ষায় মিশ্র বিবাহের অনুমতি দেন। আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় বিবাহের ক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলির বিশপের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন। আর অন্য মণ্ডলির পুরোহিত বিবাহ আশীর্বাদ প্রদান করলে অবশ্যই কাথলিক মণ্ডলির একজন সাক্ষী থাকতে হবে।

নবাই বটতলাতে ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থোৎসবের মূল্যায়নে বলা হয়, নবাই বটতলায় রক্ষাকারিণী মা মারিয়ার তীর্থকে ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বছর তীর্থযাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ও এর সার্বিক আয়োজনও ভালো ছিলো। সভায় ধর্মপল্লীতে আমরা কিভাবে একসাথে পথ চলছি সে বিষয়ে সহভাগিতার অনুরোধ জানালে এই অভিমত ব্যক্ত হয়, পিতামাতা ও যুবক-যুবতীদের সভা-সেমিনার, শ্রেণীভিত্তিক ব্যক্তিদের ধর্মশিক্ষা প্রদান ও অন্যান্য কাজের মধ্যদিয়ে সিনোডালিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে॥

ধানজুড়ি এবং কোদবীর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি ■ গত ৯ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার ধানজুড়ি ধর্মপল্লীতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা শিশুদের সংখ্যা ৯৩ জন, এনিমেটর ১৫ জন, ফাদার তিনজন এবং সাত জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন। মূলসুর ছিল- এসো সবে বাইবেল পড়ি, বাইবেলের আলোয় শিশু জীবন গড়ি। শিশুদের নিয়ে র‍্যালি স্লোগান দিতে দিতে গির্জায় প্রবেশ করা হয়। তারপর খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন পাল পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেমরম, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসিম মুর্মু এবং ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। খ্রিস্টযাগের পর সকলকে টিফিন দেওয়া হয় তারপর বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা, নাচ, গান এবং বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পরিশেষে ফাদার মানুয়েল হেমরম এবং ফাদার জসিম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার কোদবীর ধর্মপল্লীতে "এসো সবে বাইবেল পড়ি, বাইবেলের আলোয় শিশুর জীবন গড়ি" মূলসুরকে নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এনিমেটরগন ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিশুদের নিয়ে আসেন। মোট শিশু সংখ্যা ১০৩ জন, এনিমেটর ১৫ জন, একজন ফাদার এবং সিস্টার ৪ জন। তাদের বিভিন্ন গঠনমূলক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং র‍্যালির মধ্যদিয়ে মিশনে প্রবেশ করা হয়। সকালের টিফিন শেষে শিশুদের নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মুর্মু। ফাদার উপদেশে বলেন আমাদের বাইবেল পড়তে হবে তাহলে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারবো। খ্রিস্টযাগের পর বাইবেল কুইজ, নাচ-গানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও ফাদার, সিস্টার ও এনিমেটরদের উপহার দেওয়া হয়। পরিশেষে ফাদার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

নব নির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ■ "ডন বস্কো স্ট্রাউস স্কুল এন্ড কলেজ'-এর নব নির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধন করা হয়। নব নির্মিত একাডেমিক ভবনটি ১৩ ফেব্রুয়ারি, রোজ মঙ্গলবার বাংলাদেশস্থ ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত মহামান্য আর্চ বিশপ কেভিন রাণ্ডাল এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমিক ভবনটির দাতাগোষ্ঠী এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর কয়েকজন ফাদারসহ উক্ত ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ ও আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন ধর্মের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা। আশীর্বাদ প্রার্থনাটি পরিচালনা করেন মহামান্য আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল এবং তাকে সহযোগিতা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও ফাদার জোস পাম্পাদিয়িল।

ফাদার জোস পাম্পাদিয়িল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন- এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে আমরা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি সার্বিকভাবে একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করার কাজেও ব্যাপৃত থাকব।

মহামান্য আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল তার বক্তব্যে বলেন- পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের নামে আমি স্কুল নির্মাণের এই সুন্দর উদ্যোগ ও অবদানকে এবং আত্মত্যাগকে স্বাগত জানাই। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা করি, আপনাদের সুন্দর সেবামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে অত্র এলাকায় শিক্ষার জ্বালিয়ে দিন। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

বার্ষিক পালকীয় সম্মেলনী ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস সংবাদ ■ "যাচাই করে দেখ, পরীক্ষা করেই দেখ" এ মূলভাবকে কেন্দ্র করে বিগত ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল এন্ড কলেজে এর অডিটোরিয়ামে শুরু হয় চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন। আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, ফাদারগণ, ব্রাদারগণ ও সিস্টারগণ সহ ১১ টি ধর্মপল্লী ও ২ টি কোয়াজি ধর্মপল্লীর ১৫৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবারের বার্ষিক পালকীয় সম্মেলনে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ চলমান বার্ষিক পালকীয় সম্মিলনীর ২য় দিনে প্রথম অধিবেশনের বক্তা ছিলেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। উক্ত অধিবেশনের বিষয় ছিল "যাচাই করে দেখ, পরীক্ষা করেই দেখ"। এরপর পালকীয় মূলভাব উপস্থাপনা ও সহভাগিতার বিষয়ে ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অনুধ্যান ও আলোচনা করা হয় এবং ব্যক্তিগত জীবন ভিত্তিক সহভাগিতা করা হয়।

চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে ত্রিপুরা খ্রিস্টভক্ত। তাদের মাতৃভাষায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার লক্ষে চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিস হতে আজ মোড়ক উন্মোচিত হয় ত্রিপুরা ভাষায় খ্রিস্টযাগরীতি পুস্তক "খ্রিস্তন পুসেম রৈত"।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ চলমান বার্ষিক পালকীয় সম্মিলনীর ৩য় দিনে দলীয় কর্মশালার প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান ও সমপনী খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে উক্ত বার্ষিক পালকীয় সম্মিলনীর সমাপ্তি হয়॥

VENDOR ENLISTMENT NOTICE

Applications are invited from the genuine Vendors/ Manufacturers/ Producers/ Suppliers/ Advertising Firm/ Rent-a-car/ Printing presses and Designers for enlistment with MAWTS for the period July 2024 to June 2025 in the following category.

Category A: Computer/Computer accessories/ Software
Category B: Printing Press and Design
Category C: Stationery and Office Supplies
Category D: Production Raw Materials Supplies, I.e. M.S. Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, SS Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, Welding Electrode, PVC Pipe, Deep set Pump accessories, Fiber Glass Materials, Thai Aluminum Accessories, Fabrication Work etc.
Category E: Tools, Equipment and Machineries Supplies
Category F: Machineries/ Vehicle Maintenance
Category G: Construction Materials Supplies/Labor Contractor
Category H: Raw Materials, Food Products, Bedding Supplies
Category I : Rent-a-Car/Pick-Up/Truck
Category J : Training Materials/ Spare Parts Supplies
Category K: Advertising Firm
Category L: Tube Well Boring Contractor

Applications forms and general terms and conditions of enlistment will be available at MAWTS, 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur-12, Dhaka-1216, Cell: 01329639532 from **February 25, 2024 to March 25, 2024 between 08:00 am to 05:00 pm** on all working days or download from our link https://rb.gy/0c10s9 & website at www.mawts.org . All completed application will be received by the administration department as hard copy or both hard & soft copy up to 05:00 pm on **March 31, 2024.**
Email : <general@mawts.org>

বিজ্ঞা/৪৩/২৪

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালোবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২	ইনচার্জ (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতোকত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। বি এড থাকতে হবে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩ বছর। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৩	সহকারী শিক্ষক ইংরেজী (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স ও বি এড নিবন্ধনকৃত হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৪	অফিস সহকারী	২ট	কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
০৫	কমিউনিটি অর্গানাইজার	২টি	কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। মাঠ পার্যায়ে কাজের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
০৬	ক্রেডিট অর্গানাইজার	১ টি	স্নাতক পাশ ও এই কাজে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি পদে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘণ্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় **আগামী ০৭ মার্চ ২০২৪** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ

বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ/৪২/২৪

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নতুন সহকারী বিশপ মনোনীত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫:১৫ মিনিটে ভাটিকান ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তেজগাঁও ধর্মপল্লী থেকে একযোগে ঘোষণা করা হয় যে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসেবে ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে মনোনীত করেছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। বাংলাদেশে নিযুক্ত পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রানডাল ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। এ সময় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশপ মনোনীত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ তার অনুভূতিতে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিলন সমাজ গঠন এবং সকলকে নিয়ে সিনোডাল মণ্ডলীতে একত্রে যাত্রা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

খ্রিস্টভক্তগণ ঐ বিশেষ দিনটিতে তেজগাঁও গির্জায় মিলিত হয়েছিলেন বিশ্ব-শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে। ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, বিশপ মনোনীত ঘোষণা হওয়ার পর আর্চবিশপ কেভিন রানডাল তাকে বিশপীয় টুপি পড়িয়ে দেন। এরপর উপস্থিত সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং কীর্তন গানের মাধ্যমে আনন্দে মেতে ওঠেন।

পরিচয় : বিশপ মনোনীত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যোসেফ গমেজ ও মাতা মার্গ্রেট পেরেরা। ৩ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তার স্থান তৃতীয়।

শিক্ষাজীবন: ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ রাঙ্গামাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন(১৯৬৯-৭৩) এবং সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭৩-১৯৭৯) থেকে এসএসসি পাশ করেন। ঢাকা নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং বি.এ পাশ করেন। পরবর্তীতে ফিলিপাইনের ম্যানিলার সান্ত টমাস ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শনশাস্ত্রে (এম.এ) লাইসেন্সিয়েট সম্পন্ন করেন।

গঠন ও সেমিনারী জীবন: বিশপ মনোনীত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের শিক্ষা প্রদান করার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সঙ্গতকারণে তিনি ব্রাদার হবার ইচ্ছা নিয়ে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নাগরী জুনিয়রেটে প্রবেশ করেন। এরপর ঢাকা নারিন্দায় এসপাইরেন্সী করেন (১৯৭৬-৭৯ খ্রিস্টাব্দে)। বিশেষ গঠন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন জলছত্রে। আর এ সময়ে তিনি যাজক হবার আহ্বান অনুভব করে ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ান হিসেবে রমনায় সাধু যোসেফের সেমিনারীতে যোগদান করেন (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে) এবং ৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরবর্তীতে বনানী জাতীয় (পবিত্র আত্মা) উচ্চ সেমিনারী ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। যাজকীয় জীবনের বাস্তবতা ও আনন্দ অভিজ্ঞতা করেন ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে রিজেন্সীর সময়ে।

অভিষেক: বিশপ মনোনীত সুব্রত বনিফাস গমেজ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও সিএসসি কর্তৃক ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডিকন এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক নিজ ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়াতে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন।

প্রৈরিতিক ও পালকীয় কাজে সম্পৃক্ততা :

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে রিজেন্সী এবং নাগরী ধর্মপল্লীতে পরিসেবকীয়/ডিকন সেবা প্রদান করেন। যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর তেজগাঁও ও হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে (১৯৯০-৯৪) সহকারী পালক হিসেবে সেবা দান করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে যান যেখানে পড়াশুনার সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সেবা দেন। দীর্ঘসময় (১৯৯৭-২০০৭) পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী শিক্ষাসেবায় ব্যাপৃত ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষা পরিচালক হিসেবে। এরপর ২০০৭-২০২৪ পর্যন্ত সিবিসিবি সেন্টারের পরিচালক ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫-১৬ গোল্লা ধর্মপল্লীর পালকীয় যত্ন নেবার পর কিছুদিন পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। এরপর জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও নটরডেম কলেজ ও গ্রীণহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেও কিছু সময় শিক্ষা সেবা দিয়েছেন। যুবগঠনের কাজেও অনেকটা সময় ব্যাপৃত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ও বিসিএসএম'র আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে। একইসাথে ধর্মপ্রদেশের যুব যাজকদের মডারেটর হিসেবেও বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মিটিং, সেমিনার এ অংশগ্রহণ করেন তিনি। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পবিত্র জপমালা রাণী, তেজগাঁও'র পালক পুরোহিত হিসেবে পালকীয় সেবাকাজ করার সময়ই গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ মনোনীত হয়েছেন। তাঁর বিশপ মনোনয়নে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি সহ বাংলাদেশের সকল আর্চবিশপ ও বিশপগণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে বিশপ হিসেবে মনোনীত করায় তেজগাঁও ধর্মপল্লী ও মণ্ডলী আনন্দে উদ্বেলিত। বিশপ মনোনীত সুব্রত বনিফাস গমেজের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। বাংলাদেশ মণ্ডলী তথা খ্রিস্টভক্তদের যেন তিনি সুন্দরভাবে এবং সঠিক পথে পরিচালনা এবং সেবা দান করতে পারেন। পিতা ঈশ্বর তার এই দাসকে আশীর্বাদ দান করুন।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৭

Regd. No. DA-33

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07

❖ 25 February - 2 March, 2024, ১২-১৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঐশধামে যাত্রার অষ্টম বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়: বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ

জন্ম: ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাঘন দিন- ২রা মার্চ। আটটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি বড় অসহায়, অভিভাবকহীন। তুমি জীবিত অবস্থায় তোমার আদরের নাতীন শুধু সুজানাকে দেখে গিয়েছ।

এখন কিন্তু তোমার দুই ছেলের সংসারে তিনজন নাতীন ও এক নাতী। ওরা তোমাকে 'খ্রীষ্ট ভাই' বলে প্রতিনিয়ত খুঁজে। ঘরে তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে তোমার আদরের মেয়ে বৃষ্টির ঘর আলো করে আরো এক নাতীন ও এক নাতীর জন্ম হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা বেড়েছে। সবাই আছে শুধু তুমি নেই। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে উঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালোবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা/দাদু ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছে। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও খ্রীষ্টফারের সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা/দাদু, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা, নীতি-আদর্শ ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী: সবিতা জসিন্তা গমেজ

বড় ছেলে-ছেলে বৌ: সজল যোসেফ-বীথি সিসিলিয়া

ছোট ছেলে-ছেলে বৌ: সুজন ডমিনিক-সিলভিয়া

মেয়ে-মেয়ে জামাই: বৃষ্টি স্কলাস্টিকা-মামুন

নাতনী: সুজানা, সায়ানা, সামারা ও আরিয়া

নাতী: সৃজন, আয়ান

বিজ্ঞ/৪১/২০২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org